শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ

★ ★ ★

শ্রী শ্রী ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি
বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী পাদ রচিত

★ ★

Price - Rs.4/-

মূল্য—চার টাকা

ভূমিকা।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ রচিত সংকল্পকল্পদ্রুম যেমন ৺গোপাল চম্পু গ্রন্থে বর্ণিত লীলার অনুক্রমণিকা, এইরূপ এই সংকল্পকল্পদ্রুমও শ্রীভাবনামৃতবর্ণিত লীলার অনুক্রমণিকা। রাগানুগাপথের সাধকগণ এতাদৃশ গ্রন্থকে এত আদর করিতেন যে যিনি উপযুক্ত আদর করিতে না জানিতেন, তাঁহাকে লীলাগ্রন্থ দেখাইতেন না, পূর্ব্ব গোস্বামিপাদদিগের রচিত লীলাগ্রন্থ ব্যাখ্যাদিও প্রায় কোন স্থানে হইত না এই নিমিত্ত লীলাগ্রন্থের প্রচার একবারে ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, শ্রীব্রজমণ্ডলের মধ্যে শ্রীগোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীগোস্বামিপাদদিগের লীলাগ্রন্থ শিষ্যসহ সর্ব্বদা আলোচনা করিতেন, তিনি নিজ শিষ্যদিগকে যে নিত্য পাঠ করিবার জন্য গুটিকা দিতেন, তাহাতে স্তবামৃতলহরীধৃত সংকল্পকল্পদ্রুম প্রভৃতি কয়খানি গ্রন্থ থাকিত, আমি তাঁহার কোন শিষ্যের নিকট প্রথম সংকল্পকল্পদ্রুম দেখিতে পাইয়া নকল করিয়া লই, কিন্তু তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ বিধায় স্থানে স্থানে অর্থ পরিগ্রহ হইত না, পরে শ্রীহট্টের অধীন কানাইবাজার মৈনা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌমের টীকা সহ একখানি পুস্তক প্রেরণ করেন, তাহাদ্বারাই গ্রন্থের বিশুদ্ধতা সম্পন্ন হয়। আমরা বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া দিলাম বটে কিন্তু ভাটপাড়া নিবাসী ভূতপূর্ব্ব স্কুল ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু রামদয়াল ঘোষ মহাশয় সুললিত পয়ারাদি ছন্দে অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে প্রাচীন পয়ারাদি পাঠের ন্যায় আহ্লাদ লাভ হইয়া থাকে।

যাহাহউক এই ক্ষুদ্র পুস্তক মহাশক্তি সম্পন্ন, ইহা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের অষ্টকালিকলীলা অনুভূতি হইয়া থাকে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রিয় ভক্তগণের উপকৃতির নিমিত্ত এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।

শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ।

—×—

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালোবিজয়তে।

বৃন্দাবনেশ্বরি! বয়োগুণরূপ লীলা-
সৌভাগ্যকেলি-করুণাজলধে! হবধেহি।
দাসীভবানি সুখয়ানি সদা সকান্তাং,
ত্ব মালিভিঃ পরিবৃতামিদমেব যাচে ॥ ১ ॥

টীকা।

শ্রীশ্রীহরিঃ। রাধিকায়াশ্চরণতলমারভ্য মস্তকপর্য্যন্তং বর্ণয়িত্বা তস্যা নিকটে প্রার্থনাং করোতি চতুঃশতশ্লে কৈঃ।

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! যৌবনগুণরূপাদীনাং জলধিস্বরূপে! ত্বং অবধেহি, অবধানং কুরু! অহং তব দাসীভবানি দাসীভূত্বা সদা কান্তসহিতাং এবং আলীভিঃ সখীভিঃ পরিবৃতাং চ সুখয়ানি ইদমে-বাহং যাচে ॥ ১ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! হে বয়োজলধে! হে রূপজলধে! হে গুণ-জলধে! লীলাজলধে! হে সৌভাগ্যজলধে! হে কেলিজলধে! হে করুণাজলধে! অবধান কর, কিছু নিবেদন করিব, তাহা শুনিতে হইবে? আমি তোমার দাসী হইব, তুমি কান্তসহ আলিমণ্ডলে পরিবৃত হইলে সেবা করিয়া সুখী করিব, ইহাই যাচ্ঞা করি, আর কিছু চাহিনা ॥ ১ ॥

শৃঙ্গারয়ানি ভবতীমভিসারয়ানি,
বীক্ষ্যৈব কান্তবদনং পরিবৃত্য যান্তীম্।
ধৃত্বাঞ্চলেন হরিসন্নিধিমানয়ানি,
সংপ্রাপ্য তর্জ্জনসুধাং হৃষিতা ভবানি ॥ ২ ॥

পাদে নিপত্য শিরসানুনয়ানি রুষ্টাং
তৎপ্রত্যপাঙ্গকলিকামপি চালয়ানি।

ভবতীং অহং শৃঙ্গারয়ানি, তদনন্তরং ত্বাং অভিসারয়ানি; অভিসারানন্তরং কান্তবদনং বীক্ষ্য লজ্জয়া পরিবৃত্য যান্তীং ত্বাং অঞ্চলেন ধৃত্বা হরিসন্নিধিং আনয়ানি। পশ্চাৎ মাংপ্রতি যা তব তর্জ্জন স্বরূপা সুধা তাং সংপ্রাপ্য হর্ষযুক্তাহং ভবানি ॥ ২ ॥

তদনন্তরং রুষ্টাং ত্বাং শিরসা পাদে নিপত্য অনুনয়ং করবানি। এবং তদৈব কৃষ্ণং প্রতি ত্বয়া সহ অঙ্গসঙ্গার্থং স্বকীয় নয়নস্য আপাঙ্গ কলিকামপি চালয়ানি। তদনন্তরং তৎ তস্য কৃষ্ণস্য দোর্দ্বয়েন বাহু-

---

আমি তোমাকে বিবিধ বিভূষণে ভূষিত করিয়া অভিসার করাইব, তুমি কান্তবদন বিলোকন করিয়া বামাস্বভাববশতঃ ফিরিয়া যাইবে, আমি তোমার অঞ্চল ধারণপূর্ব্বক হরি-সন্নিধানে আনয়ন করিব, তুমি তন্নিমিত্ত তর্জ্জন করিলে আমি তাহা সুধাসদৃশ জ্ঞান করিয়া আনন্দিতা হইব ॥ ২ ॥

তদ্দোর্দ্বয়েন সহসা পরিরম্ভয়ানি,
রোমাঞ্চকঞ্চুকবতীমবলোকয়ানি ॥ ৩ ॥
"প্রাণপ্রিয়ে ! কুসুমতল্পমলঙ্কুরু ত্ব
মি"ত্যচ্যুতোক্তি-মকরন্দ-রসং ধয়ানি।
মাং মুঞ্চ মাধব ! সতীমিতি গদ্গদার্দ্ধ-
বাচ-স্তবৈত্য নিকটং হরিমাক্ষিপানি ॥ ৪ ॥

দ্বয়েন পরিরম্ভয়ানি আলিঙ্গনবতীং করবাণি। আলিঙ্গনানন্তরং রোমাঞ্চস্বরূপেণ কঞ্চুকেন বিশিষ্টাং তাম্ অবলোকয়ানি ॥ ৩ ॥

"হে প্রাণপ্রিয়ে ! কুসুমতল্পং ত্বম্ অলংকুরু" ইতি ত্বাং প্রতি অচ্যুতস্য উক্তিস্বরূপং মকরন্দরসং ধয়ানি পিবানি ! হে মাধব ! সতীং মাং মুঞ্চ ইতি গদ্গদার্দ্ধবাক্যযুক্তায়াঃ তব নিকটম্ এত্য হরিং প্রতি আক্ষেপং করবাণি ॥ ৪ ॥

তোমাকে রুষ্টা দেখিয়া চরণে নিপতিত হইয়া অনুনয় করিব, এবং তোমার অলক্ষিত ভাবে সেই নাগরকে অপাঙ্গ-চালন-সঙ্কেতে তোমাকে তাঁহার বিশাল বাহুযুগলের দ্বারা সহসা পরিরম্ভণ করাইব, তন্নিমিত্ত রোমাঞ্চ-কঞ্চুকবতী তোমাকে দেখিয়া নয়ন সফল করিব ॥ ৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ তোমার করে ধারণ করিয়া কহিবেন, হে প্রাণপ্রিয়ে ! "তুমি এই কুসুমশয়ন অলঙ্কৃত কর", আমি এই উক্তি মকরন্দ রস পান করিব, ইহা শুনিয়া তুমি গদ্গদার্দ্ধ-বচনে কহিবে,—"হে মাধব ! আমি সতী, আমাকে ছাড়িয়া দেও" আমি এই কথা শুনিয়া তোমার নিকটে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিব ॥ ৪ ॥

বামামুদস্য নিজবক্ষসি তেন রুদ্ধা,
মানন্দবাষ্পাতিমিতাং মুহুরুচ্ছলন্তীং।
ব্যস্তালকাং স্খলিতবেণীমবদ্ধনীবীং
ত্বাং বীক্ষ্য সাধুজনুরেব কৃতার্থয়ানি ॥ ৫ ॥
তল্পে ময়ৈব রচিতে বহুশিল্প-ভাজি,
পৌষ্পে নিবেশ্য ভবতীং ননমেতি বাচম্।
কৃষ্ণং সুখেন রময়ন্তমনন্তলীলম্,
বাতায়নাত্তনয়নৈব নিভালয়ানি ॥ ৬ ॥

তেন কৃষ্ণেন নিজবক্ষসি উদস্য উৎক্ষিপ্য রুদ্ধাং বামাম্ আনন্দ-বাষ্পাতিমিতাং মুহুর্ব্বারম্বারং উচ্ছলন্তীং ব্যস্তালকাং স্খলিতবেণীম্ অবদ্ধনীবিং তাং বীক্ষ্য সাধুজন্ম এব কৃতার্থয়ানি ॥ ৫ ॥

ননমেতিবাক্যযুক্তাং ভবতীং সুখেন রময়ন্তম্ অনন্তলীলং কৃষ্ণং ময়া রচিতে অথচ বহুশিল্পযুক্তে পুষ্পনির্ম্মিততল্পে নিবেশ্য গবাক্ষরন্ধ্রে দত্তনয়না কেবলম্ অবলোকয়ানি ॥ ৬ ॥

বাম্য স্বভাববতী তোমাকে করযুগলের দ্বারা তুলিয়া নিজ-বক্ষঃস্থলে শ্রীকৃষ্ণ রোধ করিলে তুমি আনন্দ বাষ্প তিমিতা (আর্দ্র) হইলে, এবং মুহুর্মুহুঃ উচ্ছলিত হইলে, তোমার চূর্ণকুন্তল ব্যস্ত হইবে, বেণীবন্ধন স্খলিত হইবে, তোমার এতাদৃশ পরম মধুর অবস্থা দেখিয়া আমি আমার এই জন্ম ভালরূপে সফল করিব ॥ ৫ ॥

পরে আমাদ্বারা বহুশিল্পকলা প্রকাশ করিয়া কুসুমরচিত শয়নে তোমাকে নিবিষ্ট করিলে তুমি পুনঃ পুনঃ "না না না" এই

স্থিত্বা বহি র্ব্যজনযন্ত্রনিবদ্ধডোরী-
পানি র্বিকর্ষণবশান্মৃদু বীজয়ানি।
উত্তুঙ্গ-কেলিকলিতশ্রমবিন্দুজাল-
মালোপয়ানি মণিতৈঃ স্মিতমুদ্গিরাণি ॥ ৭ ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি-মুখপ্রিয়কিঙ্করীণা-
মাদেশমেব সততং শিরসা বহানি।
তেনৈব হন্ত তুলসীপরমানুকম্প-
পাত্রীভবানি করবাণি সুখেন সেবাম্ ॥ ৮ ॥

তদনন্তরং যুবয়োঃ সম্ভোগসময়ে বহিঃ স্থিত্বা ব্যজনযন্ত্রে নিবদ্ধা যা ডোরী সা পানৌ যস্যা এবম্ভূতাহং ডোর্য্যা আকর্ষণবশাৎ মৃদুযথা-স্যাদেবং বীজয়ানি। উৎকৃষ্টকেলিজনিতশ্রমেণ ঘর্ম্মবিন্দুসমূহ-মালোপয়ানি, মণিতানি রতিকূজিতানি তৈঃ স্মিতং উদ্গিরাণি ॥ ৭ ॥

বাক্য বলিবে, অনন্ত লীলাশালী শ্রীকৃষ্ণ পরম সুখে তোমার সহিত রমণ করিবেন, আমি বাতায়নে নয়ন দিয়া তাহা দেখিয়া নয়ন সফল করিব ॥ ৬ ॥

তোমরা বিলাসে বিভ্রান্ত হইলে আমি বাহিরে থাকিয়া ব্যজন-যন্ত্র (টানাপাখা) নিবদ্ধ ডোড়ি আকর্ষণপূর্ব্বক মৃদু মৃদু ব্যজন করিয়া তোমাদের দুই জনের উত্তুঙ্গ সম্প্রয়োগ-শ্রমজনিত ঘর্ম্মবিন্দু বিলোপ করিব। এবং তোমাদের মণিত (রতিকূজিত) শ্রবণ করিয়া স্মিত উদিগরণ করিব ॥ ৭ ॥

মাল্যানি হারকটকাদিমৃজা বিচিত্র-
বর্ত্তিঃ শিতাংশু-ঘুসৃণাগুরুচন্দনাদি।
বীটীর্ল বঙ্গখপুরাদিযুতাঃ সখীভিঃ
সার্দ্ধং মুদা বিরচয়ানি কলাং প্রকাশ্য ॥ ৯ ॥

"ডোরীং বিহায় পুষ্পচয়নচন্দনঘর্ষণাদিপরিচর্য্যায়াং ত্বং যাহি" ইতি রূপমঞ্জরিমুখপ্রিয়কিঙ্করীণাম্ আদেশম্ নিরন্তরম্ অহং শিরসা বহানি। নতু তদানীং দর্শনসুখত্যাগ-জন্যম্ অসন্তোষং করবাণি, তেনৈব তাদৃশাজ্ঞাপালনেনৈব তুলস্যাঃ পরমানুকম্পা-পাত্রীভবানি, সুখেন সেবাম্ অহং করবাণি ॥ ৮ ॥

রূপমঞ্জার্য্যাদীনাম্ আজ্ঞাং প্রাপ্য মাল্যানি এবং হারবলয়াদীনাং মার্জ্জনম্ এবং মকরি-ভঙ্গ্যাদি নির্ম্মাণার্থং তুলীতি প্রসিদ্ধা চিত্রবর্ত্তি, এবং কর্পূরকুঙ্কুমাগুরুচন্দনাদিলবঙ্গখপুরাদিযুতাঃ বীটীশ্চ সখীভিঃ সহ কলাং বৈদগ্ধীং প্রকাশ্য রচয়ানি ॥ ৯ ॥

তখন আমাকে শ্রীরূপমঞ্জরি প্রভৃতি বলিবেন, "তুমি এখন ডোরি পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পচয়ন, চন্দনঘর্ষণ প্রভৃতি পরিচর্য্যা-কার্য্যে গমন কর" আমি তাঁহাদের এই আজ্ঞা সতত মস্তকে বহন করিব, কিন্তু তদানীন্তনীয় স্বাভীষ্টলীলা-দর্শন-সুখত্যাগজন্য অসন্তুষ্ট হইব না। এতাদৃশ আজ্ঞা-প্রতিপালনজন্য তুলসীমঞ্জরীর পরমানু-কম্পাপাত্রী হইব, এবং পরম সুখে তোমাদের প্রেমসেবা করিব ॥ ৮ ॥

আমি মালা গাঁথিব, এবং হার কটক প্রভৃতি অলঙ্কারের মার্জ্জন করিব। এবং মকরীভঙ্গী প্রভৃতি নির্ম্মাণার্থ বিচিত্র বর্ত্তি (তুলী)

ত্বাং স্রস্তবেশ-বসনাভরণাং সকান্তাং
বীক্ষ্য প্রসাধনবিধৌ দ্রুতমুদ্যতাভিঃ।
শ্রীরূপ-রঙ্গ-তুলসী-রতিমঞ্জরীভিঃ
দৃষ্টানয়ানি তব সম্মুখমেব তানি ॥ ১০ ॥
ত্বামাশিখাচরণমূঢ়বিচিত্র বেশাং
স্প্রষ্টুং পুনশ্চ ধৃততৃষ্ণমবেক্ষ্য কৃষ্ণম্।

কন্দর্পযুদ্ধেন কান্তসহিতাং স্রস্তবেশবসনাভরণাং ত্বাং বীক্ষ্য প্রসাধনবিধৌ দ্রুতমুদ্যতাভিঃ শ্রীরূপমঞ্জর্য্যাদিভিঃ দৃষ্টাহং তানি মাল্য-হারাদিদ্রব্যাণি তব সম্মুখম্ আনয়ানি, তৎসময়ে তাসাং ময়ি দৃষ্টি-মাত্রেণৈব আনয়ানি নতু কথানাদ্যপেক্ষা ইতি স্বস্য চাতুর্য্যং ধ্বনিতম্ ॥ ১০ ॥

নির্ম্মাণ করিব। কর্পূর কুঙ্কুম অগুরু চন্দন দ্বারা অনুলেপন প্রস্তুত করিব, এবং লবঙ্গ খপুর (সুপারি) প্রভৃতি দ্বারা সখীদিগের সহিত বসিয়া কলা প্রকাশ পূর্ব্বক তাম্বুল বীটি নির্ম্মাণ করিব ॥ ৯ ॥

কান্তসহিত কন্দর্পযুদ্ধে স্রস্তবেশ বসনা ভরণা তোমাকে দেখিয়া পুনরায় শীঘ্র সাজাইতে উদ্যত হইয়া শ্রীরূপমঞ্জরীপ্রভৃতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিবামাত্রই আমি মাল্য হার প্রভৃতি দ্রব্য তোমার সম্মুখে আনয়ন করিব ॥ ১০ ॥

আয়ান্তমেব বিকটভ্রুকুটীবিভঙ্গ-
হুঙ্কৃত্যুদঞ্চিতমুখী বিনিবর্ত্তয়ানি ॥ ১১ ॥
তত্রেত্য বিস্ময়বতীং ললিতাং প্রতীহ
সাধ্বীত্ব-কণ্টকবিনিষ্ক্রমণার্থ মস্যাঃ।
প্রাপ্তং ন্যসিদ্ধদয়ি ! মামিয়মেব ধূর্ত্তে-
ত্যুক্তিং হরেঃ স্বহৃদলিং রময়ানি নিত্যম্ ॥ ১২ ॥

শিখামারভ্য চরণপর্য্যন্তং প্রাপ্তবিচিত্রবেশাং ত্বাং স্প্রষ্টুং পুনঃ ধৃততৃষ্ণং কৃষ্ণং তন্নিকটে আয়ান্তম্ অবেক্ষ্য অহং নিবর্ত্তয়ানি। অহং কীদৃশীঃ মিথ্যারোষেণ বিকটাভ্যাং ভ্রুকুটীবিভঙ্গহুঙ্কৃতিভ্যাং সহ উদঞ্চিতং ঊর্দ্ধক্ষিপ্তং মুখং যস্যাঃ সা ॥ ১১ ॥

পরস্পর বিহারেণ স্রস্তবেশ-ভূষণৌ যুবাং হসিতুম্ আগতা ললিতা পূর্ব্ববদ্বেশাদিকং বীক্ষ্য যুবয়োরঙ্গসঙ্গাভাব শঙ্কয়া বিস্ময়ং

হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! তুমি শিখা হইতে চরণাবধি বিচিত্র বেশে ভূষিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ, সতৃষ্ণ হইয়া স্পর্শ করিবার জন্য তোমার নিকটে আসিলে আমি মিথ্যা রোষবশতঃ বিকট ভ্রূকুটী বিভঙ্গ এবং হুঙ্কারের দ্বারা উৎক্ষিপ্তমুখী হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিব ॥ ১১ ॥

"তোমাদের পরস্পর বিহারে বেশ স্রস্ত হইয়াছে" জ্ঞানে শ্রীললিতা দেবী তোমাদিগকে পরিহাস করিতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ তোমাদের বেশভূষা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতা হইলে, অর্থাৎ শ্রীরূপমঞ্জরি প্রভৃতির বেশ রচনার কৌশলে 'তোমাদের রহোলীলা হয় নাই' বুঝিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কহিবেন—"হে ললিতে

নিষ্ক্রম্য কুঞ্জভবনাদ্বিপিনে বিহর্ত্তুং
কান্তৈকবাহুপরিরব্ধতনুং প্রয়ান্তীম্।
ত্বামালিভিঃ সহ কথোপকথাপ্রফুল্ল-
বক্ত্রামহং ব্যজনপাণিরনুপ্রয়াণি ॥ ১৩ ॥

প্রাপ্তাং এবঞ্চ তাদৃশ বিস্ময়বতীং ললিতাং প্রতি কৃষ্ণ আহ। হে ললিতে অস্তা রাধায়াঃ সাধ্বীত্বকণ্টক-নিষ্ক্রমণার্থং প্রাপ্তং মাম্ ইয়ং ধূর্ত্তা তব কিঙ্করী ন্যসিদ্ধৎ। ইয়মেব ধূর্ত্তা নতু রাধিকা যতস্তস্যাঃ সাধ্বীত্বস্য কণ্টকরূপত্বাৎ তথাচ রাধিকায়াঃ সম্মতি রস্ত্যেবেতি পরিহাসোদ্ধ্বনিত ইতি হরেরুক্তিং মম হৃদয়স্বরূপং ভ্রমরং অহং রসয়ানি হৃদয়স্ত উক্তি কর্ত্তৃকরসবত্তেহহং প্রযোজিকা ভবানিরস আস্বাদনে চুরাদে নিজস্তোত্তর পুনর্নিচ ॥ ১২ ॥

কুঞ্জভবনাদ্বিনিষ্ক্রম্য বিপিনে বিহর্ত্তুং প্রসান্তীং ত্বাং অনুপশ্চাৎ অহমপি ব্যজনপাণিঃ সতী প্রয়াণি। ত্বাং কীদৃশীং কান্তস্য এক বাহুনা আলিঙ্গিত-তনুং পুনশ্চ সখীভিঃ সহ কথনোপকথনে প্রফুল্ল-বক্ত্রাম্ ॥ ১৩ ॥

আমি শ্রীরাধার সাধ্বীত্ব রূপ কণ্টক নিষ্কাশিত করিতে আসিলাম, তোমার এই ধূর্ত্তা কিঙ্করী আমাকে কেন নিষেধ করিতেছে? অর্থাৎ শ্রীরাধিকার সাধ্বীত্বে কণ্টক বোধ থাকায় আমা কর্ত্তৃক করণীয় কার্য্যে সম্মতি আছে, কিন্তু তোমার ধূর্ত্তা কিঙ্করী বাধা দিতেছে” শ্রীকৃষ্ণরে এই উক্তি রূপ মধু আমি নিজ হৃদয়-মধুকরকে আস্বাদন করাইব ॥ ১২ ॥

গায়ানি তে গুণগণাং স্তব বর্ত্ম গম্যং
পুষ্পাস্তরৈ র্মৃদুলয়ানি সুগন্ধয়ানি।
সালীততিঃ প্রতিপদং সুমনোঽভিবৃষ্টিং
স্বামিন্যহং প্রতিদিশং তনবানি বাঢ়ম্ ॥ ১৪ ॥
প্রেষ্ঠস্বপাণিকৃতকৌসুম হারকাঞ্চী-
কেয়ূরকুণ্ডলকিরীটবিরাজিতাঙ্গীম্।

ময়ৈব রচিতান্ তব গুণগণান্ অহং গায়ানি। এবং তব গম্যং বর্ত্ম পুষ্পাস্তরৈঃ করণৈঃ কোমলং করবাণি, তৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধয়ানিচ। হে স্বামিনি। প্রতিপদং সুমনোভিঃ পুষ্পৈঃ করণৈঃ বৃষ্টিংবাঢ়ং অতিশয়ং যথাস্যাদেবং আলীতত্যা সহাহং প্রতিদিশং তনবানি ॥ ১৪ ॥

তাহার পরে কুঞ্জভবন হইতে নিক্রান্ত হইয়া শ্রীশ্যামসুন্দরের বামভুজে বদ্ধতনু হইয়া সখীদেগের সঙ্গে কথা উপকথায় প্রফুল্ল হইয়া তুমি বিপিন বিহারে গমন করিলে আমি ব্যজন পাণি হইয়া তোমার অনুগমন করিব ॥ ১৩ ॥

হে স্বামিনি! আমি স্বরচিত তোমার গুণগণ গান করিব, এবং যে পথে তুমি যাইবে সেই পথ পুষ্পের আস্তরণ দিয়া মৃদুল করিব, এবং সুগন্ধিত করিব। এবং সখিগণের সহিত প্রতিপদে প্রতি দিকে পুষ্পবৃষ্টি করিব ॥ ১৪ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি! বিপিন-বিহরণ-সময়ে তোমার প্রিয়তম নিজকরে কুসুমচয়নপূর্ব্বক তদ্দ্বারা হার কাঞ্চী কেয়ুর কুণ্ডল কিরীট কুণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তোমাকে বিভূষিত করিলে আমি নিজ কবিতা-

ত্বাং ভূষয়ানি পুনরাত্মকবিত্বপুষ্পৈ-ঃ
রাস্বাদয়ানি রসিকালিততী রিমানি ॥ ১৫ ॥
চন্দ্রাংশুরূপ্যসলিলৈরবসিক্তরোধ-
স্যঞ্চৎ কদম্বসুরভাবলিগীতকীর্ত্তৌ।
আরব্ধরাসরভসাং হরিণা সহ ত্বাং
তৎপাঠিতৈব বিদুষী কলয়াণি বীনাং ॥ ১৬ ॥

প্রেষ্ঠেন শ্রীকৃষ্ণেন স্বপাণিনাকৃতৈঃ কুসুম নির্ম্মিতহারাদিভিঃ ভূষিতাঙ্গীং ত্বাং পুনরহং স্বকৃতকবিত্বরূপপুষ্পৈঃ ভূষয়াণি। এবং ইমানি কবিত্বানি রসিকালীগণান্ আস্বাদয়ানি ॥ ১৫ ॥

চন্দ্রস্যাংশুস্বরূপৈঃ রূপ্যজলৈঃ সিঅবরোধসিঅঞ্চৎ গচ্ছৎ কদম্বস্য সৌরভ্য যত্র এবম্ভূতে এবং সৌরভ লোভেন আগতেন ভ্রমরেণ গীতা কৃষ্ণস্য কীর্ত্তি যত্র এবম্ভূতে চ রোধসি হরিণাসহ আরব্ধরাসরভসাং ত্বাং বিদূষী অহং ত্বৎপাঠিতা সতী বীণাং বাদয়াণি রভ সো হর্ষঃ ॥ ১৬ ॥

কুসুমে তোমাকে ভূষিতা করিব, অর্থাৎ তোমার সেই বেশ বর্ণন করিব। এবং সেই কবিতা-কুসুমরস রসিকালি-ততিকে আস্বাদন করাইব ॥ ১৫ ॥

কদম্বসৌগন্ধে সমাগত অলিগণ যথায় তোমাদের কীর্ত্তি গান করে, চন্দ্রকিরণরূপ রৌপ্যজলে ধৌত সেই পুলিনে তুমি হরিসহ রাস আরম্ভ করিলে, তোমার নিকট শিক্ষা করিয়া পাণ্ডিত্য লাভে খ্যাতা আমি বীণা বাজাইব ॥ ১৬ ॥

হে রাধে! তুমি রাস সমাপণ করিয়া কৃষ্ণ সহ ও সখী সঙ্গে

রাসং সমাপ্য দয়িতেন সমং সখীভি
র্বিশ্রান্তিভাজি নবমালতিকানিকুঞ্জে।
ত্বয্যানয়ানি রসবৎকরকাম্ররম্ভা-
দ্রাক্ষাদিকানি সরসং পরিবেশয়ানি ॥ ১৭ ॥
তল্পং সরোজদলকল্পমনঙ্গকেলি
পর্য্যাপ্তিমাত্মকলয়া রচিতং তুলস্যাম্।
ত্বাং প্রেয়সা সহ রসাদধিশায়য়ানি
তাম্বূলমাশয়িতুমুল্বনমুল্লসানি ॥ ১৮ ॥

রাসং সমাপ্য নবমালতিকানিকুঞ্জে দয়িতেন সখীভিশ্চ সহ বিশ্রান্তিভাজি ত্বয়ি সত্যাং রসযুক্ত দাড়িমী ফলাদিকং আনয়ানি এবমনন্তরং সরসং যথা স্যাৎ তথা পরিবেশয়ানি। ১৭ ॥

কন্দর্পকেলেঃ পর্য্যাপ্তির্যত্র এবম্ভূতং অথচ সরোজদলেন ক্লপ্তং আত্মকলয়া তুলস্যা রচিতং তল্পং শ্রীকৃষ্ণেন সহ ত্বাং রসাৎ-রসং প্রাপ্য অধিশায়য়ানি। এবং তাম্বূলং ভোজয়িতুম্ উল্বনং যথাস্যাত্তথা উল্লাসং করবাণি ॥১৮॥।

নবমালতীকুঞ্জে বিশ্রাম করিলে আমি সরস দাড়িম আম্র রম্ভা দ্রাক্ষাদি ফল আনয়নপূর্ব্বক পরিবেশণ করিব ॥ ১৭ ॥

হে রাধে! তুলসী কর্তৃক নানা কলা প্রকাশ পূর্ব্বক সরোজদলে রচিত অনঙ্গ-কেলি-পর্য্যাপ্ত শয়নে তোমাকে তোমার প্রিয়তমের সহিত পরমানন্দে শয়ন করাইব, এবং তাম্বূল ভক্ষণ করাইবার জন্য অত্যন্ত উল্লাসিত করাইব ॥ ১৮ ॥

সম্বাহয়ানি চরণাবলকৈঃ স্পৃশানি
জিঘ্রানি সৌরভ-সমূঢ়-চমৎক্রিয়াব্ধিঃ।
অক্ষ্নোর্দধান্যুরসিজৌ পরিরম্ভয়ানি
চুম্বান্যলক্ষিতমবেক্ষিতসৌকুমার্য্যাঃ ॥ ১৯ ॥
অন্তেনিশ স্তনুতরপ্রসৃতালকাল্যা
তাড়ঙ্কহারততিগন্ধবহাগ্রমুক্তাঃ।

শয়নানন্তরং চরণৌ সম্বাহয়ানি পুন স্তৌ স্বস্ত অলকৈঃ করণৈঃ স্পৃশানি। এবং চরণদ্বয়স্ত সৌরভেন প্রাপ্তশ্চমৎকারসমুদ্রোষয়া এবম্ভূতাহং তৌ জিঘ্রানি। পুনর্বক্ষোজদ্বয়ে তৌ দধানি। এবং মম স্তনদয়স্ত চরণকর্ম্মকালিঙ্গনকর্ত্তৃত্বেহহং প্রয়োজিকা ভবানি। এবং চরণদ্বয়স্ত অবেক্ষিতসৌকুমার্য্যাহং অন্যাসাম্ অলক্ষিতং যথাস্যা দেবং চরণৌ চুম্বানি ॥ ১৯ ॥

নিশঃ নিশায়া অন্তে তে তব প্রেষ্ঠস্ত তবচ সূক্ষ্মতরপ্রসরণ-যুক্তালকশ্রেণ্যা সহ তাটঙ্কহ্যার গ্রথিতা নিভাল্য সর্ব্বাসাম্ অগ্রে উত্থিতাহং পরমাপ্তসখীঃ প্রবোধ্য তত্র আনয়ানি। অত্রালকশব্দেন

হে বৃন্দাবনেশ্বরী! আমি তোমার চরণ যুগল সম্বাহন করিব, এবং সম্বাহন করিতে করিতে অঘ্রাণ করিয়া সৌরভের দ্বারা চমকৃত সাগর বহন করিব, এবং নয়নযুগলে ধারণ করিব ও উরসিজ যুগলে পরিরম্ভন করাইব, এবং অলক্ষিত ভাবে চুম্বন করিব ॥ ৯ ॥

হে রাধে! রজনী শেষে তোমার ও তোমার প্রিয়তমের প্রসরণ শীল অলক ও কেশসহ তাড়ঙ্ক হার ও বেসর গ্রথিত দেখিয়া আমার

প্রেষ্ঠস্য তে তবচ সংগ্রিতা নিভাল্য
তত্রানয়ানি পরমাপ্ত-সখীঃ প্রবোধ্য ॥ ২০ ॥
তা দর্শয়ানি সুখসিন্ধুষু মজ্জয়ানি
তাভ্যঃ প্রসাদমতুলং সহসাপ্নুবানি।
তন্নূপূরাদিরণিতৈর্গতসান্দ্রনিদ্রাং
শয্যোত্থিতাং সচকিতাং ভবতীং ভজানি ॥ ২১ ॥

কেশ সামন্ত গ্রহণং তাটঙ্কং কুণ্ডলং নাসায়া অগ্রে স্থিতা (বেশর নত) ইত্যাদ্যলঙ্কারা কবিপ্রসিদ্ধাঃ ॥ ২০ ॥

সখাগণান্ তত্র আনীয় তাঃ কেশেন সহ সংবদ্ধা তাটঙ্কাদ্যা দর্শয়ানি। দর্শনান্তরং সুখসিন্ধুষু মজ্জয়াণি। তদনন্তরং তাভ্যঃ সকাসাদতুলং প্রসাদং সহসা প্রাপ্নুবাণি ততস্তাসাং সখীনাং নূপুরাদিশব্দৈর্গতা নিবিড়া নিদ্রা যস্যা এবম্ভূতাং শয্যোত্থিতাং থচ লজ্জয়া সচকিতাম্ ভবতীং অহং ভজানি ॥ ২১ ॥

পরম প্রিয়সখীদিগকে জাগাইয়া তথায় আনয়ন করিয়া দেখাইব ॥ ২০ ॥

তাহাদিগকে দেখাইয়া সুখসিন্ধুমধ্যে নিমগ্ন করাইব। তাহাদিগের নিকট হইতে অতুল প্রসাদ লাভ করিব, পরে সখীদিগের নূপুরাদি শব্দের দ্বারা সান্দ্রনিদ্রা অবসানে সচকিতা—তোমাকে ভজন করিব ॥ ২১ ॥

হে স্বামিনি ! প্রিয়সখী-ত্রপয়াকুলায়া ঃ
কান্তাঙ্গত স্তব বিযোক্তুমপারয়ন্ত্যাঃ।
উদ্‌গ্রন্থয়ান্যলককুণ্ডলমাল্যমুক্তা-
গ্রন্থিং বিচক্ষণতয়াঙ্গুলি-কৌশলেন ॥ ২২ ॥
নাসাগ্রতঃ শ্রুতিযুগাচ্চ বিয়োজয়ানি
তদ্ভূষণং মণিসরাংস্তু বিসূত্রয়াণি।

ভজনমেবাহ হে স্বামিনি ! প্রিয়সখীদর্শনজন্যলজ্জয়া আকুলায়াঃ কান্তস্য অঙ্গতঃ বিয়োক্তুং অপারয়ন্ত্যাঃ তব অলকেন সহ কুণ্ডলাদেগ্রন্থিং বিচক্ষণতয়া অঙ্গুলিকৌশলেন উদ্‌গ্রন্থয়ানি ॥ ২২ ॥

উদ্‌গ্রন্থনে স্বস্য কৌশলমেবাহ। নাসাগ্রতঃ কর্ণদ্বয়াচ্চ সকাশাৎ বেশরকুণ্ডলস্বরূপভূষণং বিয়োজয়ানি। নাসাতস্তূস্তুষণস্য বিয়োগেনৈব কেশস্য গ্রন্থিং স্বয়মেব যাস্যতি। এবং মণিসরান্ বিসূত্রয়াণি ত্রোটয়ানি। নন্থ লাঘবাৎ কেশত্রোটনেনৈব

হে স্বামিনি। তুমি প্রিয়সখীগণে দেখিয়া লজ্জায় আকুল হইয়া উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু হারকুণ্ডলাদি গ্রন্থিনিমিত্ত কান্ত অঙ্গ হইতে আপনাকে বিযুক্তা করিতে অসমর্থা হইলে আমি বিচক্ষণতা পূর্ব্বক অঙ্গুলী কৌশল প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রন্থি বিমোচন করিব ॥ ২২ ॥

হে স্বামিনি ! আমি তোমার নাসাগ্র হইতে বেসর ও শ্রুতি-যুগল হইতে কুণ্ডল খুলিয়া লইব, তাহা হইলে গ্রন্থি স্বয়ং যাইবে, হে,

প্রাণার্ব্বুদাদধিকমেব সদা তবৈকং
রোমাপি দেবি ! কলয়ানি কৃতাবধানা ॥ ২৩ ॥
ত্বাং সালিমাত্মসদনং নিভৃতং ব্রজন্তীং
ত্যক্ত্বা হরেরনুপথং তদলক্ষিতৈত্য ।
তং খণ্ডিতামনুনয়ন্তমবেক্ষ্যচন্দ্রাং
তদ্বৃত্তমালিততিসংসদি বর্ণয়ানি ॥ ২৪ ॥

নির্ব্বাহঃ। কিমর্থমেতাদৃশপ্রয়াসেন তত্রাহ। হে দেবি, তব একং রোমাপি প্রাণার্ব্বুদাদধিকম্ অহং কৃতাবধানা সতী অবলোকয়ানি ॥ ২৩ ॥

কুঞ্জাদাত্মসদনম্ আলীগণসহিতাং নিভৃতং ব্রজন্তীং ত্বাং ত্যক্ত্বা অহং হরিণাঽলক্ষিতা সতী তস্য অনুপথং গত্বা খণ্ডিতাং চন্দ্রাবলীম অনুনয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য তদ্বৃত্তান্তং আলিসমূহস্য সভায়াং বর্ণয়ানি ॥ ২৪ ॥

দেবি ! আমি নিজ প্রাণার্ব্বুদ হইতে তোমার এক এক তনুরুহে অবধানের সহিত ব্যথা লাগিবে বলিয়া দেখিব ॥ ২৩ ॥

হে স্বামিনি ! আলিগণের সহিত নিজ গৃহে তুমি যখন নিভৃত পথে যাইবে, সেই সময় আমি তোমার সঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক অলক্ষিত ভাবে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ গমন করিব। এবং খণ্ডিতা চন্দ্রাবলীকে অনুনয় করিতে দেখিয়া সেই বৃত্তান্ত আলি-মণ্ডলীর সভায় বর্ণন করিব ॥ ২৪

প্রক্ষালয়ানি বদনং সলিলৈঃ সুগন্ধৈ
র্দন্তান্ রসালজদলৈস্তব ধাবয়ানি।
নির্ণেজয়ানি রসনাং তনুহেমপত্র্যা
সন্দর্শয়ানি মুকুরং নিপুণং প্রমৃজ্য ॥ ২৫ ॥
স্নানায় সূক্ষ্ম বসনং পরিধাপয়ানি
হারাঙ্গদাদ্যপঘনাদবতারয়াণি।
অভ্যঞ্জয়ান্যরুণসৌরভহৃদ্যতৈলৈ
রুদ্বর্ত্তয়ানি নবকুঙ্কুমচন্দ্রচূর্ণৈঃ ॥ ২৬ ॥

দন্তান্ আম্রদলৈঃ শোধয়ানি রসনাং সূক্ষ্ম স্বর্ণ পত্র্যানির্ণেজয়ানি নিপুণং যথা স্যাদেবং প্রমৃজ্য দর্পণং দর্শয়ানি। প্রক্ষালয়ানিবদনং সলিলৈঃ সুগন্ধৈঃ ॥ ২৫ ॥

স্নানায় সূক্ষ্ম বসনং পরিধাপয়ানি, হারাদ্য লঙ্কারং অপঘ্যনাৎ শরীরাৎ অবতারয়াণি অরুণসৌরভহৃদ্যতৈলৈঃ অভ্যঞ্জয়ানি অভ্যঞ্জয়নান্তরং নবকুঙ্কুমকর্পূরচূর্ণৈরুদ্বর্ত্তয়ানি ॥ ২৬ ॥

সুগন্ধ সলিল দ্বারা তোমার বদন প্রক্ষালন করাইব। রসাল-দল পুটিকার দ্বারা দন্ত ধাবন করাইব। সূক্ষ্ম হেমপত্রী (জিবচাঁচা) দ্বারা রসনা মার্জন করাইব। পরে ভালরূপে মার্জন করিয়া দর্পণ দেখাইব। ২৫ ।

স্নান করাইবার নিমিত্ত সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র পরিধাপন করাইব। হার অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কার সকল খুলিয়া লইব এবং অরুণ বর্ণ

নীরৈর্মহাসুরভিভিঃ স্নপয়ানি গাত্রা-
দন্তাংসি সূক্ষ্ম-বসনৈরপসারয়াণি।
কেশান্ জবাদগুরুধূম-কুলেন যত্না
দাশোষয়ানি রভসেন সুগন্ধয়ানি ॥ ২৭ ॥
বাসো মনোঽভিরুচিতং পরিধাপয়ানি
সৌবর্ণ কঙ্কতিকয়া চিকুরান্ বিশোধ্য।
গুম্ফানি বেণীমমলৈঃ কুসুমৈ র্বিচিত্রা
মগ্রেলসচ্চমরিকা মণিজাত ভাতাম্ ॥ ২৮ ॥

মহাসুরভিভিঃ নীরৈঃ স্নপয়ানি। গাত্রাজ্জলানি সূক্ষ্মবসনৈঃ দূরীকরবাণি। জবাৎ শীঘ্রং অগুরুধূমসমূহেন কেশান্ শোষয়াণি তেনৈব অগুরু ধূমেন সুগন্ধয়ানি ॥ ২৭ ॥

অমলৈঃ কুঙ্কুমৈ বিচিত্রাং বেণীং গুম্ফানি বেণীং কিদৃশীং অগ্রেল-সন্তী জাত ইতি প্রসিদ্ধাচমরিকা তত্রস্থিতমণিসমূহেন ভাতাম্ ॥ ২৮ ॥

মনোহর গন্ধযুক্ত তৈলে অভ্যঞ্জন করণান্তর নবকুঙ্কুম ও কর্পূরচূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিব ॥ ২৬ ॥

(তদনন্তর) মহাসুগন্ধি জলদ্বারা স্নান করাইব ও সূক্ষ্ম বস্ত্র-দ্বারা অঙ্গ হইতে জল অপসারিত করিব, এবং যত্ন পূর্ব্বক কেশ-কলাপ অগুরুধূমে শুষ্ক করিয়া আনন্দের সহিত তাহা সুগন্ধি করিব ॥ ২৭ ॥

তৎপরে তোমাকে মনোজ্ঞ বসন পরাইব, এবং সুবর্ণনির্ম্মিত

চূড়ামণিং শিরসি মৌক্তিকপত্রপাশ্যাং
ভালে বিচিত্রতিলকং চ মুদারচয্যা।
অঙ্‌ক্ত্বাক্ষিণী শ্রুতিযুগং মণিকুণ্ডলাঢ্যং
নাসামলঙ্কৃতবতীং করবাণি দেবি ! ॥ ২৯ ॥
গণ্ডদ্বয়ে মকরিকে চিবুকে বিলিখ্য
কস্তূরিকেষ্টপৃষতং কুচয়োশ্চচিত্রম্।

শিরসি শিষকুল ইতি প্রসিদ্ধা চূড়ামণিং মুক্তানির্ম্মিতাং ললাটিকাং পত্রপাশ্যাম্ আরচয্য পত্রপাশ্যা ললাটিকা ইত্যমরঃ। নেত্রদ্বয়ং অঙ্‌ক্ত্বা অঞ্জনযুক্তং কৃত্বা কর্ণদ্বয়ং মণিকুণ্ডলযুক্তং করবাণি। ২৯।

চিবুকে কস্তুরিকয়া ইষ্টং পৃষতং বিন্দুং মসার ইন্দ্রনীলমণিস্তেন কলিতা নির্ম্মিতা চূড়ী মণিবন্ধযুগ্মে কলয়ানি। ৩০ ॥

চিরুণী দ্বারা কেশকলাপ আঁচরাইয়া চমরি (যাদ্ নামে প্রসিদ্ধ) স্থিত মণি দ্বারা পরম শোভাযুক্ত বিচিত্র বেণী পুষ্পসমূহ সহিত বন্ধন করিব ॥ ২৮ ॥

হে রাধে ! তোমার ললাটে আনন্দের সহিত বিচিত্র তিলক দিয়া ও মুক্তা নির্ম্মিত ললাটীকা এবং মস্তকে চূড়ামণি রচনা করিব। এবং হে দেবি ! নেত্রদ্বয় অঞ্জনযুক্ত এবং কর্ণদ্বয়ে মণিকুণ্ডল দিয়া নাসা মুক্তাফলে অলঙ্কৃত করিব ॥ ২৯ ॥

হে রাধে ! তোমার গণ্ডদ্বয়ে মকরিকা, চিবুকে কস্তুরিবিন্দু এবং

বাহ্বোস্তবাঙ্গদযুগং মনিবন্ধযুগ্মে
চূড়া মসারকলিতাঃ কলয়ানি যত্নাৎ ॥ ৩০ ॥
পান্যঙ্গুলীঃ কনকরত্নময়োর্ম্মিকাভি
রভ্যর্চ্চয়ানি হৃদয়ং পদকোত্তমেন।
মুক্তোতকঞ্চুলিকয়োরসিজৌ বিচিত্র-
মাল্যেন হারনিচয়েনচ কণ্ঠদেশম্ ॥ ৩১ ॥
কাঞ্চ্যা নিতম্বমথহংসকনূপুরাভ্যাং
পাদাম্বুজে দলততিং রণদঙ্গুরীয়ৈঃ।
লাক্ষারসৈররুণমপ্যনুরঞ্জয়ানি
হে দেবি! তত্তলযুগং কৃতপুণ্যপুঞ্জা ॥ ৩২ ॥

পান্যঙ্গুলীঃ রত্নময়াঙ্গুরীভিঃ রভ্যর্চ্চয়ানি মুক্তয়াগ্রথিতা কঞ্চুলিকা তয়া স্তনৌ অর্চ্চয়ানি ॥ ৩১ ॥

দলততিং অঙ্গুলীশ্রেণীং শব্দায়মানাঙ্গুরীভিঃ। তয়োঃ পাদয়োস্তলযুগং সাহজিকমরুণ মপি কৃতপুণ্যপুঞ্জাহং লাক্ষারসৈরনুরঞ্জয়ানি ॥ ৩২ ॥

কুচযুগলে বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত করতঃ বাহুদ্বয়ে অঙ্গদযুগল এবং মণিবন্ধে ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত চূড়ীকা পরিধান করাইব ॥ ৩০ ॥

মণিময়াঅঙ্গুরী দ্বারা তোমার হস্তাঙ্গুলী সবল, উত্তম পদকদ্বারা বক্ষদেশ, মুক্তা গ্রথিত কাঁচুলী দ্বারা স্তনদ্বয়, এবং বিচিত্র মাল্যদ্বারা কণ্ঠদেশ অর্চ্চনা করিব অর্থাৎ বিভূষিত করিব ॥ ৩১ ॥

এবং কাঞ্চিদ্বারা (তোমার) নিতম্বদেশ, হংসক (পাদকটক)

অঙ্গানি সাহজিকসৌরভয়ন্ত্যথাপি
দেব্যর্চ্চয়ানি নবকুঙ্কুমচর্চ্চয়ৈব।
লীলাম্বুজং করতলে তব ধারয়াণি
ত্বাং দর্শয়ানি মণিদর্পণমর্পয়িত্বা ॥ ৩৩ ॥
সৌন্দর্য্যমদ্ভুতমবেক্ষ্য নিজং স্বকান্ত-
নেত্রালিলোভনমবেত্য বিলোলগাত্রীম্।
প্রাণার্ব্বুদেন বিধুবর্ত্তিকদীপকৈশ্চ
নির্ম্মঞ্ছয়ানি নয়নাম্বুনিমজ্জিতাঙ্গী ॥ ৩৪ ॥

স্বকান্তস্য নেত্ররূপ ভ্রমরস্য লোভনং নিজম্ অদ্ভুতং সৌন্দর্য্যম্ অবেত্য চঞ্চলগাত্রীং ত্বাং প্রাণার্ব্বুদেন কর্পূরবর্ত্তিকয়া নির্ম্মিত-দীপকৈঃ করৈশ্চ অহং আনন্দাশ্রুভিঃ নিমজ্জিতাঙ্গী সতী নির্ম্মঞ্ছয়ানি নির্ম্মঞ্ছনং করবাণি ॥ ৩৪ ॥

ও নূপুর দ্বারা পাদপদ্মদ্বয় এবং শব্দায়মান অঙ্গুরীদ্বারা অঙ্গুলীশ্রেণী সাজাইব, এবং হে দেবি! সেই পাদপদ্মতলযুগল অরুণবর্ণ হইলেও কৃতপুণ্যাপুঞ্জা আমি লাক্ষারস দ্বারা তাহা অনুরঞ্জিত করিব ॥ ৩২ ॥

হে দেবি! তোমার অঙ্গ স্বভাবতঃ সুগন্ধি হইলেও আমি নবকুঙ্কুমে চর্চ্চিত করিব, তোমার হস্তে লীলাপদ্ম ধারণ করাইব, এবং মণিদর্পণ আনিয়া তোমাকে দর্শন করাইব ॥ ৩৩ ॥

(তাহাতে) স্বীয় অদ্ভুত সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া তাহা স্বীয়

গোষ্ঠেশ্বরীপ্রহিতয়া সহ কুন্দবল্ল্যা
প্রাভাতিকপ্রিয়তমাশনসাধনায়।
যান্তীং সমং প্রিয়সখীভিরনুপ্রয়াণি
তাম্বূলসম্পুটমণি ব্যজনাদিপাণিঃ ॥ ৩৫ ॥
গোষ্ঠেশ্বরীসদনমেত্য পদে প্রণম্য
তস্যাস্তদাপ্তভবিকাং ত্রপয়াবৃতাঙ্গীম্।

প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাতঃকালিকভোজন সাধনায় যশোদয়া প্রহিতয়া কুন্দবল্ল্যা সহ এবং প্রিয় সখীভিঃ সমং যান্তীং ত্বাং অনুপশ্চাদহমপি তাম্বূল সম্পুটাদি পাণিঃ সতী গচ্ছানি। ৩৫ ।।

তস্যা যশোদায়াঃ পদে প্রণম্য তদা আপ্তভবিকাং প্রাপ্ত কুশলাং অথচ লজ্জায়া সমাবৃতাঙ্গীং ত্বাং বীক্ষ্য অহমপি তাং গোষ্ঠেশ্বরীং

কান্তের লোচনভ্রমরের লোভনীয় বোধ করিয়া তুমি চঞ্চলগাত্রী হইলে তোমাকে অর্ব্বুদ প্রাণ এবং কর্পূরবর্ত্তিকা দীপ দ্বারা অশ্রুবারি সিক্তা হইয়া নির্ম্মঞ্ছন করিব।। ৩৪ ।।

হে দেবি! তুমি প্রিয়তম কৃষ্ণের প্রাতঃকালীন ভোজন সাধনার্থ (পাকার্থ) শ্রীযশোদা প্রেরিতা কুন্দলতার সহিত প্রিয়সখীগণ সঙ্গে গমন করিলে তোমার তাম্বূলাধারার ও মণি ব্যজনাদি লইয়া আমি অনুগমন করিব। ৩৫ ।।

গোষ্ঠেশ্বরীর গৃহে গমন করিয়া তাঁহার চরণে তুমি প্রণতা হইয়া কুশল লাভ করিলেও তিনি তোমার মস্তক আঘ্রাণ করিবেন, এবং

যশোদয়া শিরসি যা ঘ্রাতাং তন্নয়নাম্বুসিক্তাং
ত্বাং বীক্ষ্য তামহমপি প্রণমামি ভক্ত্যা ॥ ৩৬ ॥
মূর্ত্তং তপোঽসি বৃষভানুকুলস্য ভাগ্যং
গেহস্য মেঽসি তনয়স্য চ মে বরাঙ্গি।
নৈরুজ্যদাস্যমৃতপাণিরভূ র্বরেণ
দুর্ব্বাসসো যদিতি তদ্বচসা হসানি ॥ ৩৭ ॥
স্নাতানুলিপ্তবপুষো দয়িতস্য তস্য
তাৎকালিকে মধুরিমণ্যতি লোলিতাক্ষীম্

ভক্ত্যা প্রণমামি। ত্বাং পুন কীদৃশীং তয়া যশোদয়া শিরসি ঘ্রাতাং পুনশ্চ তস্যা নয়নজলেন সিক্তাম্ । ৩৬ ।।

যশোদা আহ ! হে বরাঙ্গি ! হে রাধে ! ত্বং বৃষভানু কুলস্য মূর্ত্তং যৎতপস্তৎ স্বরূপাসি। এবং মম গেহস্য মূর্ত্তং যৎভাগ্যং তৎ-

---

তাঁহার নয়ন জলে সিক্তা ও লজ্জাবৃতা তনু তোমাকে দর্শন পূর্ব্বক আমিও সেই শ্রীগোষ্ঠেশ্বরীকে ভক্তির সহিত প্রণাম করিব ॥ ৩৬ ।

"অয়ি ! বরাঙ্গি ! সুন্দরি ! রাধে, তুমি বৃষভানু কুলের মূর্ত্তিমতী তপস্যা স্বরূপা এবং আমার গৃহের মূর্ত্তিমতী সৌভাগ্য যেহেতু দুর্ব্বাসা ঋষির বরে অমৃত হস্তা হইয়াছ, অতএব আমার তনয়ের নৈরুজ্যকারিণী।" তথায় আমি তোমার প্রতি যশোদার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করিব ॥ ৩৭ ॥

হে স্বামিনি ! স্নানানুলেপনানন্তর প্রিয়তমের তৎসাময়িক মাধুর্য্যাস্বাদে তোমাকে চঞ্চল নয়না জানিয়া নন্দালয়ে (কৃষ্ণ

স্বামিন্যবেত্য ভবতীং ক্বচন প্রদেশে
তত্রৈব কেনচ মিষেণ সমানয়ানি ॥ ৩৮ ॥
প্রক্ষালয়ানি চরণৌ ভবদঙ্গতঃ স্রঙ্-
মাল্যাদিপাকরচনানুপযোগি যৎ ত ।
উত্তারয়ানি তদিদং তু তবাহস্তি তিত্
দ্বাচোল্লসানি বিকসন্মধুমাধবীব ॥ ৩৯ ॥

স্বরূপাসি । এবং মমতনয়স্য নৈরুজ্যদা আরোগ্যদা ত্বম্ অসি । যদস্মাৎ দুর্ব্বাসসোবরেণ অমৃতপাণিরভূদিতি তস্যা যশোদায়া বচনেন অহং নিরুজ্য পদেন শ্লিষ্টার্থ স্মরণাৎ হসামি ॥ ৩৭ ॥ ৩৮ ॥

চরণৌ প্রক্ষাল্য পাকরচনোপযোগিযৎ স্রক্ষাল্যাদি অলংকরণং তৎ ভবদঙ্গতঃ তবাঙ্গাৎ অহম্ উত্তারয়ানি তত্রৈব পূর্ব্বাকৃতমচাতুর্য্য-বশেন শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য দর্শনাজ্জাতানন্দায়া স্তব রে কিঙ্করি ! ইদং ভূষণাদিকং তবাস্তু ইতি বচসা অহং উল্লসানি, তত্র দৃষ্টান্তঃ বসন্ত-কালিকবিকাশ-যুক্তমাধবী ইব । ৩৯ ।

দর্শনোপযোগী) কোন স্থানে কোন ছলে নিমিষমাত্র আনয়ন করিব ॥ ৩৮ ॥

(অনন্তর চরণদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক পাককালানুপযোগী মণিমালা ও পুষ্পমালাদি আভরণ তোমার অঙ্গ হইতে উত্তারণ করিব, এবং সেই সময়ে আমার পূর্ব্বকৃত চাতুর্য্যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-জন্য আনন্দহেতু "হে কিঙ্করী, এই আভরণাদি তোমার হোক—এ সকল তুমি গ্রহণ কর," এই বাক্য শ্রবণে বসন্তকালে বিকশিতা মাধবী লতিকার ন্যায় উল্লাসিতা হইব ॥ ৩৯ ॥

পক্ত্বা স্থিতাং মধুরপায়সশাকসূপ-
ভাজী-প্রমৃত্যতনিন্দি চতুর্ব্বিধান্নম্ ।
ত্বাং লোকয়ানি ননমেতি মুহুর্ব্বদন্তীং
গোষ্ঠেশয়াপি পরিবেষয়িতুং নিদিষ্টাম্ ॥ ৪০ ॥
তৃপ্ত্যুত্থিতাং প্রিয়তমাঙ্গরুচিংধয়ন্ত্যা
বাতায়নাপিতদৃশঃ সহসোল্লসন্ত্যাঃ ।

মধুরপায়সাদিচতুর্ব্বিধান্নং পক্ত্বা স্থিতাং অথচ গোষ্ঠেশয়া পরিবেশয়িতুং নিদিষ্টাং পশ্চাৎ ননমেতি মুহুদর্বন্তীং ত্বাম্ অবলোকয়ানি ॥ ৪০ ॥

প্রিয়তমস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ভোজনজন্য তৃপ্ত্যুত্থিতাম্ অঙ্গকান্তিং পিবন্ত্যা তব শ্রীকৃষ্ণদর্শনোত্থানন্দজন্যকান্তিতরঙ্গাতিশয়ে মম মনো মজ্জয়ানি । তব কীদৃশ্যাঃ শ্রীকৃষ্ণস্য দর্শনার্থং বাতায়নে

পাকান্তে সুমিষ্ট পায়স, শাক, সূপ, ভাজা প্রভৃতি পীযুষ-বিনিন্দিত চতুর্ব্বিধান্ন পরিবেশনার্থে গোষ্ঠেশ্বরী কর্তৃক আদিষ্টা হইয়া তুমি "নানা" পুনঃ পুনঃ বলিবে, আমি তোমাকে দর্শন করিব ॥ ৪০ ॥

হে বৃন্দাবনেশ্বরি ! তুমি ভোজনে তৃপ্ত প্রিয়তম—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি দর্শন করিতে করিতে সহসা উল্লাসিতা হইয়া গবাক্ষে নেত্র

আনন্দজদ্যুতিতরঙ্গভরে মনোজ-
মজ্জূকৃতে তব মনোমম মজ্জয়ানি ॥ ৪১ ॥
রাধে ! তবৈব গৃহমেতদহং চ জাতে !
সূনোঃ শুভে ! কিমপরাং ভবতীমবৈমি ।
তদ্‌ভুঙ্ক্ষ্ব সম্মুখমিতি ব্রজপাগিরা
তদবক্ত্রস্মিতং স্বহৃদয়ং রসয়ানি নিত্যম্ ॥ ৪২ ॥

গবাক্ষেঽর্পিতে দৃশৌ যস্যাঃ তব দ্যুতিতরঙ্গে কীদৃশে মনোজেন কন্দর্পেণ মনোজ্ঞীকৃতে ॥ ৪১ ॥

হে জাতে ! হে পুত্রি ! হে রাধে ! হে শুভে ! এতদগৃহং অহং চ তবৈব । সূনোঃ শ্রীকৃষ্ণাৎ সকাশাৎ ত্বাম্ অপরাং ভিন্নাং কিম্ অবৈমি জানামি ? তৎ তস্মাৎ মম সম্মুখমেব ত্বং ভুঙ্ক্ষ্ব ইতি যশোদায়া গিরা জাতং তব বক্ত্রস্মিতং তেন মম হৃদয়ং নিত্যম্ অহং রসয়ানি । অত্র সূনোরিতি শ্লিষ্টার্থস্মরণাৎ স্মিতাং জাতং যদ্‌যথা সূনোঃ কিং অপরাং ভবতীং অবৈমি নহি জানামি কিন্তু তদীয়ামেব জানামি । ৪২ ।

অর্পণ করিলে তোমার কন্দর্পকৃত-আনন্দ-জনিত কান্তি-তরঙ্গে আমার মনকে মগ্ন করিব ॥ ৪১ ॥

"হে রাধে ! হে পুত্রি ! হে মঙ্গলস্বরূপে ! এই গৃহ তোমার এবং আমি আমার পুত্র হইতে কি তোমাকে ভিন্ন জানি ?" ব্রজ-রাজ্ঞীর এই বাক্য শ্রবণে তোমার শ্রীমুখে যে মন্দহাস্য উদয় হইবে আমি তাহা নিজ চিত্তে নিত্য আস্বাদন করাইব ॥ ৪২ ॥

যান্তং বনায় সখিভিঃ সমমাত্মকান্তং
পিত্রাদিভিঃ সরুদিতৈরনুগম্যমানম্ ।
বীক্ষ্যাপ্তগৌরবগৃহাং দিননাথপূজা-
ব্যাজেন লব্ধগহনাং ভবতীং ভজামি ॥ ৪৩ ॥
কান্তং বিলোক্য কুসুমাবচয়ে প্রবৃত্তা-
মাদায়পত্র পুটীকামনুয়ান্যহং ত্বাম্ ।

সুবলাদিসখিভিঃ সমং বনায় যান্তম্ এবং রোদনযুক্তৈঃ পিত্রাদিভিরনুগম্যমানম্ আত্মকান্তং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য প্রাপ্ত-গুরুজনং গন্তুং গৃহং যয়া এবম্ভূতাম্ অথচ গৃহ গমনানন্তরং সূর্য্যপূজাচ্ছলেন লব্ধবনাং ভবতীং ভজামি ॥ ৪৩ ॥

বনে গত্বা শ্রীকৃষ্ণং বিলোক্য কুসুমাবচয়নে প্রবৃতাং ত্বাং পুষ্পস্যাধারভূতাং পত্রনির্ম্মিতপুটিকাম্ আদায় অহম্ অনুযামি।

অনন্তর পূর্ব্বাহ্নকালে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণ সহ কাননে গমন করিলে এবং তন্নিমিত্ত কাঁদিতে কাঁদিতে পিত্রাদি গুরুজন অনুগমন করিবেন, তাদৃশ কান্তের কান্তি দর্শন করিয়া তুমি নিজ গুরুগৃহে আগমন করিয়া, পরে সূর্য্যপূজাচ্ছলে বনে গমন করিলে তোমাকে আমি ভজন করিব, অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যাইব ॥ ৪৩ ॥

কা তস্করীয়মিতি তদ্বচসা ন কাপী-
ত্যুক্ত্যা সহার্পিতদৃশং ভবতীং স্মরাণি ॥ ৪৪ ॥
পুষ্পাণি দর্শয় কিয়ন্তি হৃতানি চৌরী !
ত্যুক্ত্যৈব পুষ্পপুটিকামপি গোপয়ানি ।
তদ্বীক্ষ্য হন্ত মম কক্ষতলে ক্ষিপন্তং
পাণিং বলাৎ মভিমৃশ্য ভবানি দুনা ॥ ৪৫ ॥

তদনন্তরং কা তস্করী মম পুষ্পাং চিনোতি ইতি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বচসা করণেন হর্ষজাতা ন কাপীতি তব উক্তি স্তয়া সহ শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত দৃশং ভবতীং ভজানি ॥ ৪৪ ॥

হে চৌরি ! রাধে ! মম কিয়ন্তি পুষ্পাণিত্বয়া হৃতানি তদ্দর্শয় ইতি কৃষ্ণস্য উক্ত্যৈব অহং পুষ্প পুটীকাং গোপয়ানি। তদ্গোপনং বীক্ষ্য গ্রহীতুং মম কক্ষতলে হন্ত বলাৎ পাণিং ক্ষিপ্তন্তং ত্বং কৃষ্ণং অভিমৃষ্য জ্ঞাত্বা অহং দুঃখিতা ভবানি ॥ ৪৫ ॥

বনে গিয়া যখন তুমি কান্তকে অবলোকনপূর্ব্বক পুষ্প চয়নে প্রবৃত্তা হইবে, তখন আমি পত্র নির্ম্মিত পুষ্পাধার লইয়া তোমার অনুগমন করিব এবং "এই চৌরী কে ?" কান্ত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে "কেহ নহে" এই বলিয়া কৃষ্ণার্পিতনেত্রা তোমাকে স্মরণ করিব ॥ ৪৪ ॥

"হে চৌরি ! কতফুল চুরি করিয়াছ দেখাও" শ্রীকৃষ্ণ আমাকে এইরূপ কহিলে আমি পুষ্পাধার গোপন করিব। তাহা দেখিয়া কৃষ্ণ সবলে আমার কক্ষতলে হস্তার্পণ করিবেন, তাহাতে আমি ব্যথিতা হইব ॥ ৪৫ ॥

রক্ষাদ্য দেবি ! কৃপয়া নিজদাসিকাং মা-
মিত্যুচ্চকাতরগিরা শরণং ব্রজানি।
কিং ধূর্ত্ত ! দুঃখয়সি মজ্জন মিত্যমুষ্য
বাহুং করেণ তুদতীং ভবতীং শ্রয়াণি ॥ ৪৬ ॥
ত্যক্ত্বৈব মাং ভবদুরঃ কবচং বিখণ্ড্য
প্রাপ্তাং স্রজং তব গলাৎ স্বগলে নিধায়।

ইতি উচ্চকাতরবাক্যেন শরণং ব্রজানি। তদনন্তরং রাধিকাহ হে ধূর্ত্ত ! কৃষ্ণ ! কথং মজ্জনং দুঃখয়সি ইতুক্ত্বা অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য বাহুং স্বকরেণ তুদতীং ভবতীম্ অহম্ আশ্রয়াণি তুদ ব্যথনে ধাতুঃ ॥ ৪৬ ॥

তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণামাং ত্যক্ত্বা তব উরঃকবচং কঞ্চুলিকাং বিখণ্ড্য প্রাপ্তাং মালাং তব গলাৎ স্বগলে নিধায় আহ হে চৌরি ! মম পুষ্পাণি কিং তব কণ্ঠস্য মাল্যহেতুঁ ভবতি ততস্মাৎ তবকণ্ঠমেবাহম্ অতিশয়েন পরিপীড়য়ানি ॥ ৪৭ ॥

"অয়ি দেবি আমি তোমার দাসী আমাকে অদ্য রক্ষা কর।" আমি এইরূপ কাতরবাক্যে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিব তাহাতে "হে ধূর্ত্ত কেন আমার জনকে দুঃখ দিতেছে" ইহা বলিয়া নিজ হস্ত দ্বারা কৃষ্ণের হস্ত পীড়ন করিলে আমি তোমাকে আশ্রয় করিব ॥ ৪৬ ॥

(ইয়াতে) শ্রীকৃষ্ণ আমাকে ত্যাগ করিয়া তোমার বক্ষঃস্থলস্থ কঞ্চুলী খণ্ডনপূর্ব্বক তোমার কণ্ঠস্থ পুষ্পমালা নিজ গলে ধারণ করিয়া বলিবেন—"অয়ি চৌরি, আমার এই ফুল সকল কি তোমার

পুষ্পাণি চৌরি! মম কিং তব কণ্ঠহেতো
স্তৎকণ্ঠমেব সুভৃশং পরিপীড়য়ামি ॥ ৪৭ ॥
রাজাস্তি কন্দরতলে চল তত্র ধূর্ত্তে!
তস্যাজ্ঞয়ৈব সহসা চ বিবস্ত্রয়িষ্যে।
তাং বীক্ষ্য হৃষ্যতি সচেন্নীজদিব্যমুক্তা-
মালাং প্রদাস্যতি ললাটতটে মদীয়ে ॥ ৪৮ ॥

হে ধূর্ত্তে! হে রাধে! কন্দর্পঃ মহারাজা কন্দরে অস্তি তত্র চল। তস্য রাজ্ঞ জ্ঞাআয়ব ত্বাং সহসা বিবস্ত্রয়িষ্যে তদনন্তর বিবস্ত্রাং তাং বীক্ষ্য স রাজা যদি হৃষ্যতি তদা স্বকীয়দিব্যমুক্তামালাং মদীয়ে ললাটতটে দাস্যতি। এতেন কন্দরতলে গতে সতি ইতি ধ্বনিতং তত্র রাধয়া সহ কন্দর্পযুদ্ধা জাত শ্রম বিন্দূরের মালা স্বরূপো ভবিষ্যতীতি পরিহাসো ধ্বনিতঃ ॥ ৪৮ !

মালার জন্য ? অতএব আমি তোমার কণ্ঠদেশ অতিশয় পীড়ন করিব" ॥ ৪৭ ॥

হে ধূর্ত্তে, কন্দরতলে এক রাজা আছেন, তথায় চল তাঁহার আজ্ঞায় তোমাকে সহসা বিবস্ত্রা করিব, তোমাকে দেখিয়া তিনি হৃষ্ট হইলে নিজ দিব্য মুক্তামালা আমার ললাটে প্রদান করিবেন ॥ ৪৮ ॥

(অর্থাৎ কন্দরে কন্দর্পকেলীশ্রমজাত ঘর্ম্মবিন্দু মুক্তামালা-স্বরূপ আমার ললাটে শোভা পাইবে।) এই পরিহাস ধ্বনিত হইল।

(৩১)

দোষো ন তে ব্রজপতে স্তনয়োঽপি তস্য
দুষ্টস্য যন্নরপতেঃ খলুসেবকোঽভূঃ।
তদ্বুদ্ধিরীদৃগভবন্মম চাত্র সাধ্ব্যা
ভালে কিমেতদভবল্লিখিতং বিধাত্রা ॥ ৪৯ ॥
ইত্যাদিবাঙ্ময়সুধামহহশ্রুতিভ্যাং
স্বাভ্যাং ধয়ান্যুদরপূরমথেক্ষণাভ্যাম্।
রূপামৃতং তব সকান্ততয়া বিলাস-
সীধুঞ্চ দেবি! বিতরাণ্যথ মাদয়ানি ॥ ৫০ ॥

ব্রজপতে স্তনয়োঽপি ভূত্বা দুষ্টস্য নরপতেঃ কন্দর্পস্য যতস্ত্বং সেবকো ঽভূঃ। অতএব তাদৃশ বিরুদ্ধ্যভাবস্য তব দোষো নাস্তি কিন্তু দুষ্টসঙ্গস্যৈব দোষঃ। তস্মাৎ দুষ্টসঙ্গাদে এব তব বুদ্ধিঃ ঈদৃক্ ভবতি সাধ্ব্যা। মম চ কপালে কিং বিধাত্রা এতল্লিখিতম্ অভবৎ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যাদি যুবয়োর্বাক্যময়সুধাম্ অহহ মদীয়কর্ণাভ্যাম্ উদরপূরং যথা স্যাৎ থা ধয়ানি। অথ ঈক্ষণাভ্যাং নেত্রাভ্যাং যুবয়োরূপামৃতং

তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন হইয়াও যখন সেই দুষ্ট রাজার সেবক হইয়াছ অতএব তোমার এতাদৃশ বিরুদ্ধ বুদ্ধি হইয়াছে—তাহা তোমার দোষ নাই, সেই দুষ্ট সঙ্গেরই দোষ, কিন্তু, এই সাধ্বীর (আমার) ললাটে বিধাতা কর্ত্তৃক কি ইহাই লিখিত হইয়াছে! ॥ ৪৯ ॥

হে দেবি! আমি অতিশয় আনন্দে উক্তরূপ বাঙ্ময়-সুধা স্বীয় কর্ণদ্বয়কে পান করাইব, তৎপর কান্তের সহিত তোমার বিলাসরূপ-সুধা নয়নদ্বয়কে পান করাইয়া আনন্দে মত্ত করিব ॥ ৫০ ॥

প্রেষ্টে সরস্যভিনবাং কুসুমৈ র্বিচিত্রাং
হিন্দোলিকাং প্রিয়তমেন সহাধিরূঢ়াম্ ।
ত্বাং দোলয়ান্যথ কিরাণি পরাগরাজী
গায়ানি চারুমহতীমপি বাদয়ানি ॥ ৫১ ॥
বৃন্দাবনে সুরমহীরুহযোগপীঠ-
সিংহাসনে স্বরমণেন বিরাজমানাম্ ।
পাদ্যার্ঘধূপবিধুদীপচতুর্ব্বিধান্ন-
স্রগ্ ভূষণাদিভিরহং পরিপূজয়ানি ॥ ৫২ ॥

কান্তসাহিত্যেন তব বিলাসরূপমধু চ হে দেবি! অহং বিতরাণি দদানি। অথ মধুপানদ্বারা নেত্রদ্বয়ং মাদয়ানি হর্ষয়াণি ॥ ৫০ ॥

প্রিয়সরসি রাধাকুণ্ডে অভিনবাং অথচ কুসুমৈ র্বিচিত্রাং হিন্দোলিকাং প্রিয়তমেন সহ অধিরূঢ়াং ত্বাম্ অহং দোলয়ানি। অথ পরাগশ্রেণীরপি তদানীং বিকিরানি। এবং তব গুণান্যপি অহং গায়ানি। এবং চারুমহতীং বীণাং বাদয়ানি ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥

হে দেবি! তুমি প্রিয় সরোবর রাধাকুণ্ডে পুষ্প নির্ম্মিত অভিনব বিচিত্র হিন্দোলীকায় প্রিয়তমের সহিত আরোহণ করিলে তোমাকে দোলাইব পরাগরাশি বিকীর্ণ করিব, গান করিব, এবং বীণাবাদন করিব ॥ ৫১ ॥

হে দেবি! শ্রীবৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষমূলে যোগপীঠস্থ সিংহাসনে নিজরমণ সহ তুমি বিরাজমানা হইলে পাদ্য অর্ঘ্য কর্পূর দীপ চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধান্ন ও পুষ্পমালা এবং ভূষণাদিদ্বারা আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার পূজা করিব ॥ ৫২ ॥

গোবর্দ্ধনে মধুবনেষু মধূৎসবেন
বিদ্রোবিতাত্রপসখীশতবাহিনীকাম্ ।
পিষ্টাতযুদ্ধমনুকান্তজয়ায় যান্তীং
ত্বাং গ্রাহয়ানি নবজাতুষকূপিকালীঃ ॥ ৫৩ ॥
অগ্রে স্থিতোঽস্মি তব নিশ্চল এব বক্ষ
উদ্ঘাট্য কন্দুকচয়ং ক্ষিপ দৃচে বলিষ্ঠা ।
উদ্ঘাট্য কাঞ্চুকমুরঃ কিল দর্শয়ন্তী
ত্বঞ্চাপি তিষ্ঠযদি তে হৃদি বীরতাস্তি ॥ ৫৪ ॥

গোবর্দ্ধনে বসন্তযুক্তবনেষু আবির গুলাল ইতি প্রশিদ্ধস্ত পিষ্টাতস্ত যুদ্ধে কান্তং জেতুং গচ্ছন্তীং ত্বাং পিষ্টাতপূর্ণজাতুষ কূপিকাশ্রেণীর্যুদ্ধসময়ে অহং গ্রাহয়াণি কিদৃশীং মধূৎসবেন হুলি-কোৎসবেন বিদ্রাবিতা লজ্জা যাসাম্ এবম্ভূতসখীগণরূপসেনানী-সহিতাম্ ॥ ৫৩ ॥

পিষ্টাতযুদ্ধসময়ে শ্রীকৃষ্ণ আহ—স্ববক্ষসঃ পীতাম্বরম্ উদ্ঘাট্য নিশ্চলঃ সন্ তম অগ্রেঽহং স্থিতোবস্মি তহাৎ ত্বং বলিষ্ঠা চেৎ

হে রাধে ! তুমি গোবর্দ্ধনে বসন্তযুক্ত বনে হোলিকোৎসবে হে না লজ্জা শত শত সখী সেনানী সহিত আবির গোলালের যুদ্ধে কান্তকে জয় করণার্থ গমন করিলে আমি তোমাকে নবীন কুঙ্কুমের কুপিকা শ্রেণী গ্রহণ করাইব ॥ ৫৩ ॥

(তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে কহিবেন) আমি বক্ষ উদ্ঘাটন করিয়া নিশ্চলরূপে তোমার অগ্রে রহিলাম, যদি বলবতী হও তবে

যৎ কথ্যসে তদয়মেব তব স্বভাবো
যৎ পূর্ব্বজন্মনি ভবানজিতঃ কিলাসীৎ।
মিথ্যৈব তদ্ যদিহ ভোঃ কতিশো জিতোভূ-
স্মৎকিঙ্করীভিরপি তদ্বিগতত্রপোঽসি ॥ ৫৫ ॥

পুষ্পনির্ম্মিতকন্দুকসমূহং ময়ি ক্ষিপ, অথ হে রাধে তব হৃদি যদি বীরতা হস্তি তদা স্তবক্ষঃকঞ্চুকম্ উদ্ঘাট্য উরঃ দর্শয়ন্তী সতী ত্বমপি সমাগ্রে কিল তিষ্ঠ ॥ ৫৪ ॥

শ্রীরাধিকা প্রত্যুত্তরমাহ—হে কৃষ্ণ যৎ ত্বং কথ্যসে আত্মশ্লাঘাং কুরুষে তত্তব অয়ং স্বভাবঃ কিন্তু পৌর্ণমাসী মুখাৎ ময়াশ্রুতঃ যৎপূর্ব্ব জন্মনি ভবান্ অজিতনামা আসীভৎ, তত্তু কিল মিথ্যৈব যৎ স্মাৎ ইহৈব মৎকিঙ্করীভিঃ কতিবারান্ ভবান্ জিতো হভূৎ, তৎ যস্মাৎ ত্বং বিগতলজ্জোঽসি ॥ ৫৫ ॥

আমার বক্ষঃস্থলে কন্দুক সকল ক্ষেপণ কর, এবং তোমার হৃদয়ে যদি বীরত্ব থাকে তবে কাঁচলী উদ্ঘাটনপূর্ব্বক বক্ষ প্রদর্শন করিয়া তুমিও আমার অগ্রে অবস্থিতি কর ॥ ৫৪ ॥

এই কথা শুনিয়া তুমি কহিবে—হে কৃষ্ণ! তুমি যে আত্মশ্লাঘা করিতেছ, ইহা তোমার স্বভাব। আমরা পৌর্ণমাসীর মুখে শুনিয়াছিলাম—পূর্ব্বজন্মে তুমি "অজিত" ছিলে তাহা মিথ্যা; যেহেতু আমার কিঙ্করীগণও তোমাকে কতবার পরাভব করিয়াছে ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবমুৎপুলকিনী কলয়ানি বাচঃ
সিঞ্জানকঙ্কনঝনৎকৃতদুন্দুভীকম্ ।
যুদ্ধং মুখামুখি রদারদি-চারুবাহু-
বাহব্যমন্দনখরানখরি স্তবানি ॥ ৫৬ ॥
কস্যাঞ্চদদ্রিনৃপদিব্যতুপত্যকায়াং
সপ্রেয়সি ত্বয়ি সখীশত বেষ্টিতায়াং !
বিশ্রান্তিভাজি বনদেবতয়োপনীতা-
নীষ্টানি সীধুচষকাণি পুরো দধানি ॥ ৫৭ ॥

যুবয়োরিত্যেবং বাচঃ অহং উৎপুলকিনী সতী কলয়ানি শৃণবানি । এবং অব্যক্তশব্দং কুর্ব্বতঃ কঙ্কনস্য ঝনৎকারশব্দ এবং দুন্দভিবাদ্যং যত্র, এবম্ভূত যুবয়োর্যুদ্ধম্ অহং স্তবানি । যুদ্ধং কীদৃশং মুখেন মুখেন প্রহৃত্য ইদং যুদ্ধং প্রবৃত্তমিত্যর্থে মুখামুখি, এবং রদারদীত্যপি-বোধ্যং ॥ ৫৬ ॥

অদ্রিনৃপস্য গোবর্দ্ধনস্য দিব্যন্তী যা উপত্যকা নিকট বর্ত্তিনী ভূমিঃ তস্যাং কস্যাঞ্চিৎ কুট্টিমায়াং-সপ্রেয়সি শ্রীকৃষ্ণসহিতায়াং সখা শতবেষ্টিতায়াং ত্বয়ি বনদেবতয়া উপনীতানি ইষ্টানি সীধুচষকাণি মধুযুক্ত পাত্রাণি তব অগ্রে দধানি ॥ ৫৭ ॥

আমি তোমাদের এই প্রকার বাক্য অত্যন্ত পুলকিতা হইয়া শ্রবণ করিব, এবং কঙ্কন-ঝনৎকাররূপ দুন্দুভিবাদ্যযুক্ত মুখামুখি, রদারদি করাকরি এবং নখানখি যুদ্ধের স্তব করিব ॥ ৫৬ ॥

তুমি এই গিরিরাজের কোন উপত্যকায় প্রাণনাথ সহ শত শত

হা-কিং কি-কিং ধ-ধরণী ঘু-ঘু ঘুর্ণতীয়ং
ধা-ধা-ধ ধাবতি ভয়াৎ বি-বি বৃক্ষপূঞ্জঃ।
ভী-ভী-ভি ভীরুরহমত্র কথং জি-জীবা
ম্যেবং লগিষ্যসি যদা দয়িতস্য কণ্ঠে ॥ ৫৮ ॥
ত্বৎস্বামিনী প্রলপতীয়মিমাংগদেন হীনাং
করোমি কলয়াত্র নিরেহি নেতঃ।

মধুপানাজ্জাতং শ্রীরাধিকায়া বাক্যস্খলনাদিকমাহ—হা কিং ধরণী ঘুর্ণতি ইতি বক্তব্যে মধুপানজন্যমত্ততয়া কিং কিমিত্যাদি-নিরর্থকশব্দপ্রয়োগো বোধ্যঃ। এবং ধাবতি ভয়াদ্বৃক্ষ পুঞ্জ ইতি বক্তেব্যে ধা ধা ইত্যাদি। এবং আকাশো মম শিরসি পতত্য তোঽহং কথং জীবামীত্যুক্ত্বা শ্রীকৃষ্ণস্য কণ্ঠে যদা ত্বং লগিষ্যসি তদৈব নিষ্ক্রম্যেতি পরেণান্বয়॥ ৫৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ। হে কিঙ্করি ইয়ং ত্বৎস্বামিনী রাধিকা রোগজন্য

সখী পরিবেষ্টিতা হইয়া বিশ্রাম করিলে আমি বনদেবীকর্ত্তৃক আনীত মধুপাত্র সকল তোমার অগ্রে স্থাপন করিব॥ ৫৭॥

তখন মধুপান করিয়া তোমার বাক্য স্খলিত হইবে—তুমি বলিবে যে, হায়! এই ধরণী কি কি-কি ঘূ ঘূ-ঘূর্ণ্যমান হইয়াছে? ভয়েতে বি-বি বৃক্ষ সমূহ ধা-ধা ধাবিত হইতেছে, ভি-ভি ভীভীরু আমি কি প্রকারে জি-জীবন ধারণ করিব?" এই প্রকার বলিতে বলিতে তুমি প্রিয়তমের কণ্ঠে লগ্না হইবে (৫৮) তখন শ্রীকৃষ্ণ আমাকে কহিবেন "তোমার স্বামিনী রাধিকা প্রলাপ করিতেছেন, কিন্তু আমি ইহাকে আরোগ্য করিতেছি দেখ, তুমি এস্থান হইতে

ইত্যুক্তিসীধুরসতর্পিতহৃৎ তদৈব
নিষ্ক্রম্য জালবিততৌ বিদধানি নেত্রে ॥ ৫৯ ॥
ঘোনাক্ষিকর্ণবদনে জলসেক-তত্যা
কৃষ্ণস্তয়া জিত ইতঃ সহসা নিমজ্জ্য ।
গ্রাহোভবন্ স খলু যৎ কুরুতে স্ম তৎ তদ্-
বেদান্যহং তবমুখাম্বুজমেব বীক্ষ্য ॥ ৬০ ॥

প্রলাপং করোতি অত এনাং গদেন রোগেণ হীনাং করোমি তস্মাৎ ত্বম্ অত্র স্থিত্বৈব কলয়-পশ্য কিন্তু ইতঃ সকাশা ন্ন নিরোহিন গচ্ছ ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণস্যোক্তিরূপমধুরসেন তর্পিতহৃদয়াহং তদেব তস্মাৎ নিষ্ক্রম্য লতাজালবিততৌ নেত্রে দধানি ॥ ৫৯ ॥

ততো জলবিহারমেবাহ—নাসাক্ষিকর্ণবদনেষু জলসেকসমূহেন করনেন ত্বয়া পরাজিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সহসা জলমধ্যে নিমজ্য কুম্ভীরো ভবন্ সন্ তব অঙ্গে যৎ কুরুতে স্ম তত্তু তব মুখাম্বুজং বীক্ষ্যাহং বেদানি ॥ ৬০ ॥

গমন করিও না” এই কথামৃতরসের দ্বারা তৃপ্তহৃদয়ে আমি নির্গতা হইয়া লতাজালে নয়নদ্বয় ধারণ করিব, অর্থাৎ তোমাদের বিহার দর্শন করিব ॥ ৫৯ ॥

পরে জলবিহারকালে নাসিক-কর্ণ, নেত্র, ও মুখে জলসেচন দ্বারা তোমাকর্ত্তৃক পরাজিত কৃষ্ণ হঠাৎ তথা হইতে জলে নিমগ্ন হইবেন, এবং কুম্ভীর হইয়া যাহা করিবেন, তাহা আমি তোমার মুখ-পদ্মদর্শনে অবগত হইব ॥ ৬০ ॥

অভ্যঞ্জয়ানি সসখীদয়িতাং সহালি
স্ত্বাং স্নাপয়ানি বসনাভরণৈর্বিচিত্রম্ ।
শৃঙ্গারয়াণি মণিমন্দিরপুষ্পতল্পে
সংভোজয়ানি করকাণ্যথ শায়য়ানি ॥ ৬১ ॥
বাণীরকুঞ্জ ইহ তিষ্ঠতি কৃষ্ণ ! দেবী
নিহ্নুত্য মৃগ্যসি কথং তদিতঃ পরত্র ।

সখীশ্রীকৃষ্ণাভ্যাং সহিতাং ত্বাং তৈলাদিনা সহালিরহম্ অভ্যঞ্জনং করবাণি তদনন্তরং স্নাপয়ানিচ । এবং বস্ত্রাভরণেন বিচিত্রং যথাস্যা দেবং শৃঙ্গারয়ানি । তদনন্তরং মণিমন্দিরমধ্যে পুষ্পশয্যায়াং স্থাপয়িত্বা ডাড়িমীফলাদিকং সংভোজয়ানি অথ শায়যানি ॥ ৬১ ॥

তত্রাদৌ শয়নাদুত্থাপ্য কৌতুকবশাৎ বাণীরকুঞ্জে নিহ্নুত্য স্থিতাং রাধাং অন্বেষয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং কিঙ্করী পরিহসতি । হে কৃষ্ণ ! পাণি-ছিটাকীতি প্রসিদ্ধস্য বাণীর বৃক্ষস্য কুঞ্জে নিহ্নুতা দেবী তিষ্ঠতি, তস্মাৎ

কান্ত সহ ও সখীগণ আমি তোমাকে নিজালি সহিত অভ্যঞ্জন ও স্নান করাইব, এবং বিচিত্র বাসনাভরণ দ্বারা বিভূষিতা করিব, ও দাড়িম্ব ফলাদি ভোজনানন্তর মণিমন্দির মধ্যে পুষ্প শয্যায় শয়ন করাইব ॥ ৬১ ॥

হে শ্রীরাধে ! তুমি শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া কৌতুক বশতঃ বাণীরকুঞ্জে লুকাইয়া থাকলে শ্রীকৃষ্ণ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন তখন আমি ইহা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণে পরিহাস করিব—"হে কৃষ্ণ ! দেবী রাধিকা এই বাণীর কুঞ্জে লুক্কায়িত হইয়া আছেন, অতএব ইহাকে

সত্যামিমাং মমগিরং তমবিশ্বসন্তং
যান্তং প্রদর্শ্য ভবতী মতি হর্ষয়ানি ॥ ৬২ ॥
স্বামিন্যমুত্রহরিরস্তি কদম্বকুঞ্জে
নিহ্নুত্য মৃগ্যসি কথং তদিতঃ পরত্র ।
সত্যামিমাং মমগিরং খলু বিশ্বসত্যাঃ
পাণৌ জয়ং তব নয়ানি তমাপ্তবত্যাঃ ॥ ৬৩ ॥

ত্বং ইতঃ পরত্র কথং মৃগ্যসি ইতি সত্যামপি মম ইমাং গিরং ময়ি রাধিকাপক্ষত্বজ্ঞানাদবিশ্বসন্তং শ্রীকৃষ্ণম্ অন্যকুঞ্জে যান্তং প্রদর্শ্য ভবতীং হর্ষযুক্তাং করবাণি ॥ ৬২ ॥

হে স্বামিনি ! অমুক কদম্ব কুঞ্জে হরি নিহ্নুত্য অস্তি তস্মাদন্যত্র কথং মৃগ্যসি ইতি সত্যাং মমগিরং স্বপক্ষত্বাৎ বিশ্বসত্যা অপতিত এব তং শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্তবত্যাঃ তব পাণৌ জয়ং প্রাপয়ানি ॥ ৬৩ ॥

অন্যত্র কেন অনুসন্ধান করিতেছ ?” আমার এই সত্য বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া কৃষ্ণ অন্যস্থানে গমন করিতেছেন দেখাইয়া তোমাকে আনন্দিত করিব ॥ ৬২ ॥

পরে তোমায় কহিব—হে স্বামিনি ! হরি কদম্বকুঞ্জে লুক্কায়িত আছেন, অতএব অন্য স্থানে কেন অন্বেষণ করিতেছ ?” আমার এই আমার এই বাক্য বিশ্বাস করিয়া শ্রীকৃষ্ণে প্রাপ্ত হইলে তোমার হস্তে জয় সমর্পণ করিব ॥ ৬৩ ॥

রাধে ! জিতা চ জয়িনী চ পণং ন দতু-
মাদাতুমপ্যহহ চুম্বনমীশিষে ত্বম্ ।
নাশ্লেষচুম্বমধুরাধরপানতোঽন্যং
দ্যূতে গ্রহং রসবিদঃ প্রবরং বদন্তি ॥ ৬৪ ॥
গোবর্দ্ধনেঽত্র মম কাপি সখী পুলিন্দ-
কন্যাস্তি ভৃঙ্গ্যতিতরাং নিপুণেদৃশের্থে ।
মদ্‌গ্রাহ্যদেয়পণবস্তুনি মন্নিযুক্তা
সা তে গ্রহীষ্যতি চ দাস্যতি চোপগূহম্ ॥ ৬৫ ॥

দ্যূতকৃতপণং শ্রীকৃষ্ণ আহ—হে রাধে ময়া পরাজিতা চেচ্চুম্বন-রূপং পণং দাতুং এবং কদাচিৎ ত্বং জয়িনী চেৎ মত্তঃ সকাশাৎ চুম্বনরূপং পণং গ্রহী তুং ত্বং ন ঈশিষেমন সর্থাসি, ননু চুম্বনাদিকং বিনা অন্যদেব পণমস্তু তত্রাহ—আলিঙ্গনচুম্বনাধরপানাদন্যং দ্যূত-ক্রীড়ায়াং পণং রসবিদো জনাঃ প্রবরং শ্রেষ্ঠং ন বদন্তি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীরাধিকাপ্রত্যুত্তরমাহ—গোবর্দ্ধনে মম কাপি সখী ভৃঙ্গী নাম্নী পুলিন্দকন্যাস্তি সাতু ঈদৃশচুম্বনাদানপ্রদাণেঽতিনিপুনা

(অনন্তর পাশা খেলায় শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন) হে রাধে ! তুমি পরাজিতা কি জয়যুক্তা হইয়া চুম্বন পণ দান কি গ্রহণ কর না, কিন্তু পাশা খেলায় রসজ্ঞগণ আলিঙ্গন চুম্বন এবং মধুরাধর পান ভিন্ন অন্য কোন পণ শ্রেষ্ঠ বলেন না ॥ ৬৪ ॥

তাহাতে তুমি উত্তর করিবে—এই গোবর্দ্ধনে ভৃঙ্গী নাম্নী পুলিন্দ কন্যা এই কার্য্যে বিচক্ষণা আমার এক সখী আছে, সে মৎপক্ষে

উক্ত্বেত্থমাত্মদয়িতং প্রতি বক্ষ্যসে মাং
যাহীত্যথোৎপুলকিনী দ্রুতপাদপাতা।
তামানয়ান্যুপমুকুন্দ মথাসয়ানি
তং লজ্জায়ানি সুমুখীরতি হাসয়ানি ॥ ৬৬ ॥
স্বীয়া কিল ব্রজপূরে মুরলী তবৈকা
প্রাভূন্নতামপি ভবানবিতুং স্বভার্য্যাং।

তস্মাৎ সৈব মম গ্রাহ্যবস্তূনি দেয়বস্তূনি চ মন্নিযুক্তা সতী তে তব উপগূহম্ আলিঙ্গনাদিকং গ্রহিষ্যতি দাস্যতিচ ॥ ৬৫ ॥

ইত্থং অনেন প্রকারেণ আত্মদয়িতং শ্রীকৃষ্ণং উক্ত্বা ত্বং মাম্প্রতি যাহীতি বক্ষ্যসে। তৎশ্রুত্বা উৎপুলকিনী অহং দ্রুতগমনা সতী তাং পুলিন্দকন্যাম্ আনয়ানি। এবং মুকুন্দসমীপে তাম্ আসয়ানি। আস উপবেশনে ধাতুঃ। তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণং লজ্জয়ানি তেনৈব হেতুনা সুমুখীঃ হাসয়ানি ॥ ৬৬ ॥

স্বসমীপে পুলিন্দকন্যাদর্শনাৎ জাতয়া তয়া লজ্জয়া পণীকৃতে

নিযুক্ত হইয়া আমার গ্রাহ্য এবং দেয় আলিঙ্গনাদি পণ গ্রহণ ও প্রদান করিবে ॥ ৬৫ ॥

তুমি নিজ কান্তকে ইহা বলিয়া আমাকে "যাও" বলিবে তাহাতে আমি দ্রুতগামিনী হইয়া তাহাকে (ভৃঙ্গীকে) আনয়ন করিব, ও কৃষ্ণসমীপে বসাইয়া তাঁহাকে লজ্জিত ও সুবদনা সখীগণে হাস্য করাইব ॥ ৬৬ ॥

(ভৃঙ্গীদর্শনানন্তর শ্রীকৃষ্ণ চুম্বনাদি পণ ত্যাগ করিয়া মুরলী পণ করিলে এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের মুরলী অপ্রাপ্ত জন্য বিষাদ দর্শনে সখীগণ

সা লম্পটাপি ভবধরসীতোহক্তাধু
প্যন্যং পুমাংসমিহ মৃগ্যতি চিত্রমেতৎ ॥ ৬৭ ॥
বংশীং সতীং গুণবতীং সুভগাং দ্বিষত্যো২
সাধ্ব্যোভবত্য ইহ তৎসমতামলব্ধাঃ ।
তাং ক্বাপি বন্ধমনয়ংস্তদহং ভূজাভ্যাং
বদ্ধৈব বঃ শিখরিগহ্বরগাঃ করোমি ॥ ৬৮ ॥

চুম্বনাদিকং বিহায় মুরলীং পণীকর্ত্তুমুবাচ তস্য কৃষ্ণস্য মুরল্যপ্রাপ্তিজন্য বিষাদং বীক্ষ্য সখ্যঃ পরিহসন্তি—ব্রজপুরে তব একা মুরলী স্বীয়া, তামপি স্বভার্য্যাম্ অবিতুং রক্ষিতুং ভবান্ ন প্রাভূৎ, লম্পটা সা মুরলী ভবতোঽধরসম্বন্ধিমধুপানাসক্তাপি অন্যং পুরুষং মৃগ্যতি এতদেব চিত্রম্ ॥ ৬৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ আহ—সুভগাং বংশীং দ্বিষত্যো ভবত্যঃ বংশ্যা সমতাম্ অলব্ধাঃ তাং বংশীং কুত্রাপি স্থলে বন্ধনম্ অনয়ন্, তস্মাৎ অহমপি যুষ্মান্ ভূজাভ্যাং বদ্ধা পর্ব্বতগর্ত্তরগতাঃ করোমি ॥ ৬৮ ॥

পরিহাস করিয়া কহিবেন—বৃন্দাবনে এক মুরলীই তোমার স্বীয়া ছিল হায় !!! হায় !!! সেই নিজ ভার্য্যাকেও তুমি রক্ষা করিতে সক্ষম নও, এবং সেই লম্পটা তোমার অধরামৃতে সক্তা হইয়াও এই বৃন্দাবনে পরপুরুষ অন্বেষণ করে, ইহা অতি আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৬৭ ॥

ইহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিবেন—সতী গুণবতী ও সুভগা বংশীর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ তোমরা তাহার সমতা লাভ করিতে না পারিয়া তাহাকে কোন স্থলে আবদ্ধ করিয়াছ অতএব আমি ভূজদ্বয়দ্বারা তোমাদিগকে বদ্ধ করিয়া গিরিগহ্বরে লইয়া যাইব ॥ ৬৮ ॥

ইত্যাগতং হরিমবেক্ষ্য রহস্তদীয়ঃ
কক্ষাদহং মুরলিকাং সহসা গৃহীত্বা।
তাং গোপয়ানি তদলক্ষিতমাত্তচিত্র-
পুষ্পেষুসঙ্গররসাং কলয়ানি চ ত্বাম্ ॥ ৬৯ ॥
ব্রহ্মন্নিমামনুগৃহাণ ভবন্তমেব
ভাস্বন্তমর্চ্চয়িতুমিচ্ছতি মে স্নুষেয়ম্।

ইতি তব নিকটে আগতং হরিংবীক্ষ অহং রহ একান্তে তব কক্ষাৎ মুরলীং সহসা গৃহীত্বা তাং শ্রীকৃষ্ণালক্ষিতং যথা স্যাদেবং গোপয়ানি। তদনন্তরং মুরলিকান্বেষণচ্ছলেন স্তনাদিষু গ্রহণাদ্ধেতো রাপ্তঃ প্রাপ্তঃ পুষ্পেষোঃ কন্দর্পস্য যুদ্ধরসো যয়া তাং পশ্যামি চিত্রমিতি রসবিশেষণম্ ॥ ৬৯ ॥

সূর্য্যপূজাং করিয়িতুম্ আগতং ব্রাহ্মণবেশবিশিষ্টং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি জটিলাহ --হে ব্রহ্মন্! ইমাং বধূম্ অনুগৃহাণ ইয়ং মে স্নুষা

ইহা বলিয়া আগমত শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহার অলক্ষিত রূপে আনি নির্জ্জনে তোমার কক্ষ হইতে সহসা মুরলী গ্রহণ করিয়া গোপন করিব, এবং কন্দর্প যুদ্ধে উল্লাস লাভ করিলে তোমাকে দর্শন করিব। ৬৯ ॥

সূর্য্যপূজোপলক্ষে আগত বিপ্রবেশী কৃষ্ণের প্রতি জটিলা কহিবেন—হে ব্রাহ্মণ! ইহাকে (বধূকে) অনুগ্রহ কর, আমার এ বধূ ভাস্বৎসদৃশ তেজস্বী তোমাকেই পুরোহিত করিতে অভিলাষিণী হইয়াছেন, ইনি সূর্য্য পূজা করিতে ইচ্ছা করেন। ইহা

ইত্যার্য্যয়া প্রণমিতাং ধৃতবিপ্রবেশে
কৃষ্ণেঽর্পিতাং চ ভবতীং স্মিতভাগ্ ভজানি ॥ ৭০ ॥
যান্তীং গৃহং স্বগুরুনিয়তয়াতিলৌল্যাৎ
কান্তাবলোকনকৃতে মিষমামৃশন্তীম্ ।
দূরে ঽনুযানি যদতোঽনুবিবর্ত্তিতাস্য-
মেহীতি বক্ষ্যসি তদাস্যরুচো ধয়ন্তী ॥ ৭১ ॥

বধূ র্ভবন্তমেব ভাস্বন্তং সূর্য্যম্ অর্চ্চয়িতুম্ ইচ্ছতি অনেন প্রকারেণ আর্য্যয়া জটিলয়া প্রণমিতান্ এবং ধৃতবিপ্রবেশে শ্রীকৃষ্ণ অপিতাং চ ভবতীং স্মিতবিশিষ্টামাং ভজানি ॥ ৭০ ॥

স্বগুরোর্নিয়তয়া আয়ত্ততয়া গৃহং যান্তীম্ অথচ লৌল্যাৎ সতৃষ্ণাৎ কান্তস্য অবলোকননিমিত্তে মিষংপরামৃশন্তীং ত্বাম্ অনু পশ্চাৎ অতি দূরেঽহং গচ্ছানি, যদ্ যস্মাৎ অনু পশ্চাৎ বিবর্ত্তিতাস্যং যথা স্যাতথা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য আস্যকান্তীঃ পিবন্তী ত্বং হে কিঙ্করি ! অত্রাগচ্ছেতি বক্ষ্যসি ॥ ৭১ ॥

বলিয়া জটিলা বিপ্রবেশী কৃষ্ণ তোমাকে প্রণাম করাইবেন ও সমর্পণ করিবেন, তাহাতে হাস্যযুক্তা হইলে তোমাকে আমি ভজনা করিব ॥ ৭০ ॥

নিজে তুমি গুরুর আদেশে গৃহে গমন করিবার সময় ও কান্ত দর্শনতৃষ্ণায় চিন্তাযুক্তা হইলে আমি তোমার পশ্চাতে গমন করিব, এবং মুখ ফিরাইয়া তুমি শ্রীকৃষ্ণের মুখকান্তি পান করিতে করিতে আমাকে বলিবে—"ও কিঙ্করি ! চলিয়া আইস" ॥ ৭১ ॥

গেহাগতাং বিরহিণীং নবপুষ্পতল্পে
ত্বাং শায়য়ানি পরতঃ কিল মুর্মুরাভাম্।
তস্মাৎ পরত্র শয়নং বিসপুঞ্জক৯প্ত-
মধ্যাশয়ানি বিধুচন্দনপঙ্কলিপ্তাম্ ॥ ৭২ ॥
আকর্ণ্য চন্দনকলাকথিতং ব্রজেশা-
সন্দেশমুৎসুকমতেঃ সহসা সহাল্যাঃ।
সায়ন্তনাশনকৃতে দয়িতস্য নব্য-
কর্পূরকেলিবটকাদিবিনির্ম্মিতৌ তে ॥ ৭৩ ॥

মুর্মুরস্তুষাগ্নিস্তৎতুল্যাৎ তস্মাৎ তল্পাৎ পরত্র বিসপুঞ্জেন মৃণাল সমূহেন ক৯প্তং শয়নং তল্পং কর্পূরচন্দনলিপ্তাং ত্বাম্ অধ্যাশয়ানি ।।৭২॥

চন্দনকলয়া কথিতং যশোদায়াঃ সন্দেশং, "হে রাধে শ্রীকৃষ্ণস্য সায়ংকালীন তত্রৈব পক্কান্নং নির্ম্মায় অত্র প্রেষণীয়ং ইতি বাক্যং আকর্ণ্য দয়িতস্য সায়ন্তনভোজননিমিত্তম্ অত্যুৎসুকমতেঃ আলি সহিতায়া স্তব নিকটে কর্পূরকেলি বটক শ্রেণ্যা নির্ম্মিতৌ নির্ম্মাণ-নিমিত্তং অহং আদৌ চুল্লিং কিম্পানি ইতি পরশ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

বিরহে কাতর হইয়া অপরাহ্নে গৃহে আগমন করিলে তোমাকে আমি নবপুষ্পশয্যায় শয়ান করাইব (পরে) অল্পকালমধ্যে তুষাগ্নি-তুল্য সেই শয্যা হইলে তথা হইতে মৃণালবিরচিত কর্পূর ও চন্দন-লিপ্ত অন্য শয্যায় তোমাকে শয়ন করাইব ।। ৭২ ।

হে রাধে! তুমি চন্দনকলাকথিত ব্রজেশ্বরীর আদেশ শ্রবণ করিয়া প্রিয়তমের সায়ংকালীন ভোজননিমিত্ত নবকর্পূরকেলি-

লিম্পানি চুল্লিমথ তত্র কটাহমচ্ছ-
মারোহয়াণি দহনং রচয়ানি দীপ্তম্ ।
নীরাজ্যখণ্ডকদলীমরিচেন্দুসীরি-
গোধূমচূর্ণ-মুখ-বস্তু সমানয়ানি ॥ ৭৪ ॥
অত্যুদ্ভুতং মলয়জদ্রবসেকতত্যা
বৃদ্ধিং জগাম যদিদং বিরহানলৌজঃ ।
কর্পূরকেলিবটকাবলিসাধকাহগ্নি-
জ্বালেন স্বস্তিমনয়ৎদিতি ব্রবাণি ॥ ৭৫ ॥

তদনন্তরং চুল্ল্যুপরি অচ্ছং নির্ম্মলং কটাহ মারোহয়ানি । দীপ্ত মগ্নিঞ্চ রচয়ানি এবং বটক নির্ম্মাণার্থং জল-ঘৃত-খণ্ড-কদলী-মরীচ কর্পূর-নারিকেল-গোধূমচূর্ণাদি বস্তু অহং সমানয়ানি ॥ ৭৪ ॥

চন্দনদ্রবসেকসমূহেন করণেন যৎ বিরহানলস্য ওজঃ প্রাবল্যং বৃদ্ধিং জগাম প্রাপ্তংতদেব বিরহানলৌজঃ বটকাবলি সাধনাগ্নি জ্বালেন করণেন শান্তিম্ অনয়ৎ ইদমত্যদ্ভুতম্ ইতি পরিহাস বাক্যম্ অহং ব্রবাণি ॥ ৭৫ ॥

প্রভৃতি লড্ডুকাদি প্রস্তুতের জন্য সখীদের সহিত উৎসাহিতা হইলে আমি তোমার চুল্লি বিলেপন করিব, তাহাতে নির্ম্মল কটাহ আরোপণ করিব, এবং দীপ্ত অগ্নিযোজনা করিব, এবং জল ঘৃত খণ্ড কদলী মরিচ কর্পূর নারিকেল ও গোধূমচূর্ণ প্রভৃতি বস্তু আনিব ॥ ৭৩ ॥ ৭৪ ॥

'চন্দনদ্রব-সমূহ-সেচনে যে বিরহানল প্রবল হইয়াছিল, তাহা

ধূলির্গবাং দিশমরুদ্ধ হরেঃ সহাম্বা-
রাবেত্যুদন্তমতুলং মধু পায়য়ানি।
তৎপান-সম্মদ-নিরস্ত-সমস্ত-কৃত্যাং
ত্বামুত্থিতাং সহগণামভিসারয়াণি ॥ ৭৬ ॥
তৎকৃষ্ণবর্ত্ম নিকটস্থলমানয়ানি
নির্ব্বাপয়াণি বিরহানলমুন্নতং তে।
আয়াত এষ ইতি বল্লি নিগূঢ়গাত্রী-
মাকৃষ্য মহ্যমহহেশ্বরি! কোপয়ানি ॥ ৭৭ ॥

হরের্গবাং হাম্বারাবসহিতাধূলির্দ্দিশম্ অরুদ্ধ আবৃতং চকার ইতি অতুলম্ উদন্তস্বরূপং মধু ত্বাং পায়য়ানি। তৎপানজন্যসম্মদেন আনন্দেন নিরস্তং সমস্তপাকাদিকৃত্যং যস্যা এবম্ভূতাম্ উত্থিতাং গণসহিতাং ত্বাং শ্রীকৃষ্ণনিকটেঽভিসারয়াণি ॥ ৭৬ ॥

কৃষ্ণস্যাগমনবর্ত্মনস্তদ্ রহস্তং নিকট স্থলং ত্বাং আনয়ানি। তে তব উন্নতং বিরহানলং নির্ব্বাপয়ানি এষ কৃষ্ণ আয়াত ইতি হেতো র্বল্লিনিগুঢ়গূঢ় গাত্রীং ত্বাম্ আকৃষ্য মহ্যং কোপয়ানি মাংপ্রতি কোপ-

---

কর্পূরকেলিপ্রভৃতি লড্ডুকাবলিসাধনের অগ্নিজ্বালাদ্বারা শান্তি-প্রাপ্ত হইল" ইহা পরিহাস বলিব ॥ ৭৫ ।

"হম্বারব করিতে করিতে কৃষ্ণের গোগণ আসিতেছে তাহাদের ধূলী দশদিক্ আবরণ করিল তোমাকে এই বৃত্তান্তরূপ মধুপান করাইব, তৎপর সেই মধুপান জনিত আনন্দে সমস্ত কার্য্য হইতে বিরতা করিয়া সখীগণ সহ তোমাকে অভিসার করাইব ॥ ৭৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণদৃঙ্মধুলিহৌ ভবদাস্যপদ্ম-
মাস্রাপয়াণ্যতিতৃষং তব দৃক্‌চকোরীম্ ।
তদ্বক্ত্রচন্দ্রবিকসৎস্মিতধারয়ৈব
সংজীবয়ানি মধুরিম্নি নিমজ্জয়ানি ॥ ৭৮ ॥
বৈবশ্যমস্য তব চাদ্ভুতমীক্ষয়াণি
ত্বামানয়ানি সদনং ললিতানিদেশাৎ ।

বিশিষ্টাং করবানি আকৃষ্যেত্যনেন স্বস্মিন্ কৃষ্ণস্য দৌত্যং সূচিতম্ । ৭৭ ॥

তদনন্তরং শ্রীকৃষ্ণস্য দৃষ্টিরূপভ্রমরেণ তব মুখপদ্মম্ আস্রাপয়াণি । এবং তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রস্য বিকাসযুক্তস্মিতধারয়া করণেন অত্যন্ততৃষ্ণাযুক্তাং তব দৃষ্টিরূপচকোরীং সংজীবয়ানি ॥ ৭৮ ॥

তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তব চ তদদ্ভুতং বৈবশ্যং সখীঃ বীক্ষয়াণি ॥ ৭৯ ॥

আমি যে পথে শ্রীকৃষ্ণ আসিবেন সেই পথের নিকটে তোমাকে আনয়ন করতঃ তোমার বিরহানল নির্ব্বাপিত করিব । হে ঈশ্বরি ! শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলে লতামধ্যে স্থিতা তোমাকে আমি আকর্ষণ দ্বারা আমার প্রতি কোপযুক্তা করিব ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ভ্রমরকে তোমার মুখপদ্ম আস্বাদন করাইব । অতি তৃষ্ণাযুক্তা তোমার নেত্রচকোরীকে শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্রের হাস্যরূপ সুধাধারাদ্বারা সম্যকরূপে জীবিতা করিব, এবং কৃষ্ণমাধুর্য্যে নিমগ্ন করিব ॥ ৭৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের এবং তোমার অদ্ভুত বিবশতা দর্শন করিব, আমি

কর্পূরকেল্যমৃতকেলিততীঃ প্রদাতুং
গোষ্টেশ্বরী মনুসরানি সমং সখীভিঃ ॥ ৭৯ ॥
গত্বা প্রণম্য তব শং কথয়ানি দেবি !
পৃষ্টা তয়াথ বটকাবলিমীক্ষয়িত্বা ।
তাং হর্ষয়াণি ভবদদ্ভুতসদ্গুণালী-
স্তৎকীর্ত্তিতাঃ সবয়সে শৃণবানি হৃষ্টা ॥ ৮০ ॥
বীক্ষ্যাগতং তনয়মুন্নতসম্ভ্রমোর্ম্মি
মগ্নাং স্তনাক্ষিপয়সা মভিষিচ্য পুত্রৈঃ ।

তয়া যশোদয়া পৃষ্টাহং তব শং কল্যাণং কথয়ানি। বটকাবলীং দৃষ্ট্বা হর্ষযুক্তয়া তয়া যশোদয়া সবয়সে সখ্যে কীর্ত্তিতাঃ তব সদ্গুণালীরহং হৃষ্টা সতী শৃণবানি ॥ ৮০ ॥

ললিতার আদেশে তোমাকে গৃহে আনয়ন করিব, এবং কর্পূরকেলি ও অমৃতকেলি সমূহ প্রদর্শনার্থে সখী সহ গোষ্টেশ্বরী সমীপে যাইব ॥ ৭৯।

(সায়ংকালে গোষ্টেশ্বরী সদনে) গমন করিয়া আমি তৎকর্ত্তৃক পৃষ্ট জিজ্ঞাসিতা হইয়া তাঁহাকে তোমার মঙ্গল জানাইব। অনন্তর লড্ডুক শ্রেণী দেখাইয়া তাঁহাকে আনন্দিতা করিব, এবং যশোদা-কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত তোমার অদ্ভুত গুণাবলী আনন্দে নিজ সখীগণে শ্রবণ করাইব ? ॥ ৮০ ॥

অভ্যঞ্জনাদিকৃতয়ে নিজদাসিকাস্তা
মাঞ্চাপি তাং নিদিশতীং মনসা স্তবান ॥ ৮১ ॥
স্নানানুলেপবসনাভরনৈ র্বিচিত্র-
শোভস্য মিত্রসহিতস্য তয়া জনন্যা।
স্নেহেন সাধুবহুভোজিতপায়িতস্য
তস্যাবশেষিতমলক্ষিতমাদদানি ॥ ৮২ ॥

তাং যশোদাং মানসাহং স্তবানি, স্তুতৌ কারণসহিতাং তাং বিশিনষ্টি বীক্ষ্যেতি। গোষ্টাদাগতং তনয়ং শ্রীকৃষ্ণং বীক্ষ্য স্বয়ং ভ্রমস্তোর্ম্মিভির্মগ্নাং ততঃ স্বস্তনপয়সাং পূরৈঃ তনয়ম্ অভিষিচ্য পুনরপি ততয়স্য স্নানাদি স্তুতয়ে তা নিজদাসিকাঃ মাঞ্চাপ্যনুলেপাদি নির্ম্মাণার্থং নিদিশতীং নির্দেশকর্ত্রীম্ ॥ ৮১ ॥

স্নানাদিভি র্মিত্রসহিতস্য বিচিত্রশোভাযুক্তস্য ততস্তয়ৈব জনন্যা ভোজিতপায়িতস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাশেষম্ অন্যৈরলক্ষিতম্ অহং গ্রহাণি ॥ ৮২ ॥

গোষ্ঠ হইতে সমাগত তনয়কে দেখিয়া অত্যন্ত সম্ভ্রম তরঙ্গে নিমগ্ন হইয়া শ্রীব্রজেশ্বরী তাহাকে স্তনক্ষীর এবং নয়নজলপ্রবাহে অভিষেক করিয়া অভ্যঞ্জনাদি করাইবার জন্যনিজ দাসীগণে এবং আমাকে আদেশ করিবেন। আমি শ্রীব্রজেশ্বরীকে মনে মনে স্তব করিব ॥ ৮১ ॥

মিত্রসহ স্নানানুলেপন, বসন ও আভরণদ্বারা বিচিত্ররূপে শোভিত এবং জননীকর্ত্তৃক স্নেহের সহিত ভোজিত পায়িত শায়িত শ্রীকৃষ্ণের অবশেষান্ন অলক্ষিতরূপে গ্রহণ করিব ॥ ৮২ ॥

তেনৈব কান্ত-বিরহজ্বর-ভেষজেন
তৎকালিকেন তদুদন্তরসেণ চাপি।
আগত্য সাধু শিশিরীকরবানি শীঘ্রং
ত্বন্নেত্রকর্ণরসনাহৃদয়ানি দেবি! ॥ ৮৩ ॥
স্নানায় পাবনতড়াগজলে নিমগ্নাং
তীর্থান্তরে তু নিজবন্ধুবৃতো জলস্থঃ।
সংমজ্জ্য তত্র জলমধ্যত এত্য স ত্বা-
মালিঙ্গ্য তত্র গত এব সমুত্থিতঃ স্যাৎ ॥ ৮৪ ॥

কান্তবিরহরূপজ্বরস্য ভেষজরূপেণ তেনাবশেষিতেন তৎকালভবেন তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য স্নানানুলেপনাদিতদুদন্তরসেন চ ত্বন্নেত্রাদীনি সাধু শিশিরী করবাণি। ৮৩ ॥

গ্রীষ্মাদিকালে সন্ধ্যায়াঃ প্রাক্ সময়ে পাবনসরোবরস্য তীর্থান্তরে ঘাটে ইত্যাখ্যে পশ্চিমাদিবিভাগে নিজবন্ধুভির্বৃতো জলস্থঃ শ্রীকৃষ্ণ তত্র বন্ধুমধ্যে নিমজ্য জলমধ্যে তব নিকটে এত্য তস্য তড়াগস্য জলে স্নানায় নিমগ্নং ত্বামালিঙ্গ্য যতঃ স্থানাৎ আগতঃ তত্র জলে মগ্নঃস শ্রীকৃষ্ণঃ সমুত্থিতঃস্যাৎ। ৮৪ ॥

হে দেবি! তোমার কান্তবিরহ জ্বরের ঔষধরূপ সেই কৃষ্ণাবপেষ অন্ন দ্বারা এবং কৃষ্ণের স্নান ভোজনাদি বৃত্তান্তাদি দ্বারা আমি তোমার রসনা কর্ণ এবং হৃদয় সুশীতল করিব। ৮৩ ॥

গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পূর্ব্বে স্নানার্থে পাবনসরোবরের এক ঘাটে জলমধ্যে নিজবন্ধুগণে বেষ্টিত থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণ ডুব দিয়া আগমন পূর্ব্বক অন্য ঘাটে স্থিত তোমাকে আলিঙ্গন করতঃ সেই বন্ধুবৃত ঘাটে গিয়া পুনরায় উত্থিত হইবেন ॥ ৮৪ ॥

তস্মো াবত্তু ান কটগাঅপি তে ননন্দৃ-
শ্বশ্রাদয়ো ন কিল তস্য সহোদরাদ্যাঃ।
জ্ঞাত্বাহমুৎপুলকিতৈব সহালিরেত-
চ্চাতুর্য্যমেত্য ললিতাং প্রতি বর্ণয়ানি ॥ ৮৫ ॥
উদ্যানমধ্যবলভীমধিরুহ্য তত্র
বাতায়নার্পিতদৃশং ভবতীং বিধায়।

শ্রীকৃষ্ণস্য তচ্চাতুর্য্যং শ্রীরাধায়াঃ নিকটস্থা ননেন্দ্র াদর স্তথা তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সহোদরাদ্যা রামদয়ো নোবিদুঃ। আলিভিঃ সহাহং জ্ঞাত্বা উৎপুল কিতা সতী আগত্য ললিতাং প্রতি এতচ্চাতুর্য্যং বর্ণয়ানি ।৮৫ ।।

তত্র পাবনসরোবরস্য পূর্ব্বস্যান্দিশি যৎ উদ্যানং পুষ্পবনং তন্মধ্যে যা বলভী চন্দ্রশালিকা তস্যা উপরিবর্ত্তি গৃহং তত্র তাম্ অধিরুহ্য আরোহণং কারয়িত্বা তদীয়বাতায়নে অর্পিতা দৃক্ যস্যা স্তথা

হহ্য নিকটস্থা হইয়াও তোমার ননন্দা ও শশ্রূ প্রভৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের সহোদরাদি কিছুই জানিতে পারিলেন না, কিন্তু আমি সানন্দে জ্ঞাত হইয়া সখীসহ আগমন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের এই চতুরতা ললিতাসমীপে বর্ণন করিব ॥ ৮৫ ॥

অনন্তর পুষ্পোদ্যানের বলভী (চন্দ্রশালিকার উপরি গৃহে) তোমাকে আরোহণ করাইয়া এবং বাতায়নে অর্পিতনেত্রা করতঃ স্মরতি-দোহনকারী প্রিয়তমকে দর্শন করাইয়া আনন্দসমুদ্রের মহাতরঙ্গে মগ্না করিব। ৮৬।

সংদর্শ্য তৎপ্রিয়তমং সুরভী দুর্হান-
মানন্দবারিধিমহোর্ম্মিষু মজ্জয়ানি ॥ ৮৬ ॥
গত্বা মুকুন্দমথ ভোজিতপায়িতং তং
গোষ্ঠেশয়া তব দশাং নিভৃতং নিবেদ্য ।
সঙ্কেতকুঞ্জমধিগত্য পুনঃ সমেত্য
ত্বাং জ্ঞাপয়ান্যয়ি ! তদুৎকলিকাকুলানি ॥ ৮৭ ॥
ত্বাং শুক্লকৃষ্ণরজনীসরসাভিসার-
যোগ্যৈ র্বিচিত্রবসনাভরণৈ র্বিভূষ্য ।

ভূতাং ভবতীং কৃত্বা সুরভীর্দোহনকর্ত্তারং তং প্রিয়তমং শ্রীকৃষ্ণং সংদর্শ্য আনন্দসমুদ্রে ত্বাং নিমজ্জয়ানি ॥ ৮৬ ।

অথ গোদোহনাদ্যনন্তরং গোষ্ঠেশয়া ভোজিত-পায়িতমিতি পাঠঃ শায়িতঞ্চ শ্রীকৃষ্ণং প্রতিগত্বা তব দশাং তস্য মিলনার্থ উৎকণ্ঠয়া ব্যাকুলাদিরূপাং নিভৃতমেকান্তং নিবেদ্য ততঃ সঙ্কেত কুঞ্জমভিগম্য-জ্ঞাত্বা পুনস্তব নিকটে সমেত্য অয়ি ! রাধে ! তৎ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য উৎকলিকাকুলানি উৎকণ্ঠাব্যাকুলতাদীনি জ্ঞাপয়ানি ॥ ৮৭ ॥

শুক্লপক্ষকৃষ্ণপক্ষরজন্যুপযোগিভি র্বিচিত্রভূষণাভরণৈঃ শুক্লবর্ণ-

---

হে দেবি ! তৎপরে গোষ্ঠেশ্বরী স্নেহের সহিত ভোজন করাইয়া শয়ন করাইলে কৃষ্ণসমীপে গমন করিয়া নিভৃতে তোমার অবস্থা নিবেদন করিয়া সঙ্কেত কুঞ্জ জ্ঞাত হইয়া পুনরাগমনপূর্ব্বক তোমাকে শ্রীকৃষ্ণের উৎকণ্ঠা সমূহ জ্ঞাপন করিব । ৮৭ ।

অবশেষে জ্যোৎস্নান্ধকার-রজনীর সরস অভিসারোচিত বিচিত্র

প্রাপয্য কল্পতরুকুঞ্জমনঙ্গসিন্ধৌ
কান্তেন তেন সহ তে কলয়ানি কেলীঃ ॥ ৮৮ ॥
হে শ্রীতুলস্যুরুকৃপাদ্যুতরঙ্গিনি ত্বং
যস্মূর্দ্ধ্নি মে চরণপঙ্কজ মাদধাস্বং।
যচ্চাহমপ্যপিব মস্বু মনাক্ তদীয়ং
তন্মে মনস্যুদয়মেতি মনোরথোঽয়ং ॥ ৮৯ ॥

কৃষ্ণবর্ণবস্ত্রালঙ্কারাদিভিস্ত্বাং বিভূষ্য ততঃ কল্পবৃক্ষকুঞ্জং প্রাপয্য তে. তব তেন কান্তেন সহানঙ্গসিন্ধৌ কেলীঃ কলয়ানি ॥ ৮৮ ॥

সংকল্পকল্পদ্রুমে শ্রীরাধাকৃষ্ণপরিচর্য্যাদিবিষয়কমদ্ভুতমনোরথং স্বয়ং বিলিখ্য এষ নোরথম্ ময়ি কথমভূৎ তত্রস্মেৎকারং বিতর্কয়ন্ "হেতুলস্যাদিনা" শ্রীগুরুপ্রসাদলভ্য এবনান্যজ ইত্যাহ হে তুলসীতি। তদ্গুরোঃ সিদ্ধদেহ গতনাম্না সম্বোধনং উরুকৃপৈব দ্যুততরঙ্গিণী গঙ্গা যস্যা হেতাদৃশি যদ্মন্মান্মেমূর্দ্ধি ত্বং স্বং স্বীয়ং চরণ পঙ্কজং আদধাঃ যদ্মস্যাৎ তদীয়ং চরণ পঙ্কজীয়ং অম্বু জলং অহমপি মনাক অল্পিয়ং তত্তস্মাৎ মে মনসি অয়ং মনোরথ উদয়মেতি ॥ ৮৯ ॥

হে মহাকরুণাসুরশৈবলিনি! হে তুলসি! তুমি আমার মস্তকে চরণপদ্মার্পণ করিয়াছ, আর আমি সেই পাদপদ্মধৌত জল অল্পমাত্র পান করিয়াছি, তাহাতেই আমার মনে এই মনোরথ উদয় হইতেছে ॥ ৮৯ ॥*

বস্ত্রাভরণদ্বারা তোমাকে বিভূষিতা করিয়া কল্পবৃক্ষকুঞ্জে লইয়া গিয়া কান্তসহ অনঙ্গসমুদ্রেকেলি করাইব ॥ ৮৮ ॥

---

* হে তুলসি! ইহা গ্রন্থকর্ত্তার নিজ মন্ত্রদাতা গুরুর সিদ্ধ দেহ গত নাম সম্বোধন।

হে রঙ্গমঞ্জরি! পরমগুরুর সিদ্ধদেহ গত নামে সম্বোধন, এবং প্রেমমঞ্জরি পরাপর গুরুর।

ক্বাহং পরশঃশতনিকৃত্যনুবিদ্ধচেতাঃ
সংকল্প এষ সহসা ক্ব সুদুর্ল্লভেঽর্থে !
একা কৃপৈব তব মামজহত্যুপাধি-
শূন্যেব মন্তুমদধত্যগতে গতির্মে ॥ ৯০ ॥

হে রঙ্গমঞ্জরি ! কুরুষ্ব ময়ি প্রসাদং
হে প্রেমমঞ্জরি ! কিরাত্র কৃপাদৃশং স্বাম্ ।

পরশশতনিকৃতৌ শতাধিকে শাঠ্যেঽনুবিদ্ধং চেতোযস্য তথাভূতোঽহং ক্ব সুদুর্ল্লভেঽর্থে সহসা এষা সংকল্পঃ ক্ব, অত্যন্ত সম্ভাবনায়ামত্র ক্বচয়ং, তব একা কৃপৈব মামজহতী সতী অগতের্মে গতিঃ। কীদৃশী কৃপা অত্র হেতুগর্ভবিশেষণমাহ উপাধিশূন্যা অত্র হেতুমাহ—মন্তুমপরাধমদধতীঃ কুশ্রুতি নির্কৃতিঃ শাঠ্যমিত্যমরঃ ॥ ৯০ ॥

হে রঙ্গমঞ্জরীতি, তস্য পরমগুরো রাখ্যা হে প্রেমেত্যাদি-

শতাধিক শাঠ্যে অনুবিদ্ধচিত্ত আমি কোথায় ? আর সহসা সমুদ্ভূত এই সুদুর্লভ সঙ্কল্পই বা কোথায় ? তবে তোমার উপাধিরহিতা কৃপাই মৎসদৃশ অগতির গতি, যেহেতু আমার অপরাধ গণনা না করিয়া এই বিষয়ে সঙ্কল্পিত করাইতেছে ॥ ৯০ ॥

বিলাসমঞ্জরী শ্রীশ্রী৺ঠাকুর মহাশয়ের এবং মঞ্জুলালি শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর সিদ্ধদেহগত নাম ।

এখানকার টীকায় শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচক্রবর্ত্তী মহাশয়কে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ।

মামানয় স্বপদমেদ বিলাসমঞ্জ-
র্য্যালীজনৈঃ সমমুরীকুরু দাস্যদানে ॥ ৯১ ॥
হে মঞ্জুলালি ! নিজনাথপদাব্জসেবা-
সাতত্যসম্পদতুলাসি ময়ি প্রসীদ ।
তুভ্যং নমোঽস্তু গুণমঞ্জরি ! মাং দয়স্ব
মামুদ্ধরস্ব রসিকে ! রসমঞ্জরি ! ত্বম্ ॥ ৯২ ॥

তদগুরোঃ বিলাসমঞ্জরীতি তদগুরোঃ শ্রীনরোত্তমঠক্কুরমহাশয়স্য ॥ ৯১ ॥

হে মঞ্জুলালীতি তদগুরোঃ শ্রীলোকনাথগোস্বামিঃ সেবয়া সততং সার্ব্বকালিকত্বং তদেব সম্পত্তিভি রতুলাসি হে গুণমঞ্জরীতি শ্রীগোপালভট্টগোস্বামীনঃ হে রসিকে রস মঞ্জরীতি রঘুনাথভট্ট গোস্বামিনঃ ॥ ৯২ ॥

হে রঙ্গমঞ্জরি ! আমার প্রতি প্রসন্নতা বিস্তার কর, হে প্রেম-মঞ্জরি ! এ জনে কৃপাদৃষ্টি ক্ষেপণ কর এবং হে বিলাসমঞ্জরি ! আমাকে তোমার চরণপদ্ম লাভে যোগ্য কর এবং সখীগণসহ দাসী হইতে অধিকারিণী কর ॥ ৯১ ।

হে মঞ্জুলালি ! তুমি সতত নিজ নাথের পাদপদ্ম সেবার অতুল সম্পত্তি স্বরূপা বট, (তুমি) আমার প্রতি প্রসন্না হও এবং হে গুণমঞ্জরি ! তোমাকে প্রণাম করি, তুমি আমাকে দয়া কর (আর) হে রসমঞ্জরি ! (তুমি) আমার উদ্ধার কর ॥ ৯২ ॥

হে ভানুমত্যনুপমপ্রণয়াব্ধিমগ্না
স্বস্বামিনস্ত্বমসি মাং পদবীং নয় স্বাম্ ।
প্রেমপ্রবাহপতিতাঽসি লবঙ্গমঞ্জ-
র্য্যাত্মীয়তামৃতময়ীং ময়ি দেহি দৃষ্টিম্ ॥ ৯৩ ॥
হে রূপ-মঞ্জরি ! সদাসি নিকুঞ্জযূনোঃ
কেলীকলারসবিচিত্রিতচিত্তবৃত্তিঃ ।

হে ভানুমতীতি শ্রীজীব গোস্বামিনঃ আত্মীয়তা এবামৃতং তন্ময়ীং দৃষ্টিং ময়ি ধেহি ॥ ৯৩ ॥

শ্রীরূপমঞ্জরিতি, শ্রীরূপ গোস্বামিনঃ-রাধাকৃষ্ণয়োঃ কেলিকলা. রসেন বিচিত্রতা নানাবিধত্বং প্রাপ্তা চিত্তস্য বৃত্তির্যস্যাথা ভূতা ত্বং সদাঽসি সদা ভবসি । ত্বদ্দত্তদৃষ্টিঃ ত্বয়া-দত্তা দৃষ্টির্যত্র তথাভূতোঽহং যৎ সমকল্পয়ং সম্যক্ কল্পনমকরবং তৎসিদ্ধৌ এতৎগ্রন্থে উক্তস্বমনোরথ সিদ্ধৌতব করুণা এব প্রভূতাম্ উপৈতু । তৎকরুণৈব বলাৎকারেণ

হে ভানুমতি ! তুমি আপন ঈশ্বরেশ্বরীর অনুপম প্রণয়াব্ধি নিমগ্না বট, তুমি আমাকে আপন পদবী প্রাপ্ত করাও এবং । হে লবঙ্গমঞ্জরি, তুমি প্রেমপ্রবাহে পতিতা বট ! একবার আমার প্রতি আত্মীয়ভাবে দৃষ্টি প্রদান কর । ৯৩ ॥

হে রূপমঞ্জরি ! রাধাকৃষ্ণের কেলিকলারসে তোমার চিত্তবৃত্তি বিচিত্রিত আমি তোমাকর্ত্তৃক প্রদত্তদৃষ্টি হইয়া যাহা সঙ্কল্প করিলাম, তাহার সিদ্ধি বিষয়ে তোমার করুণাই প্রভূত্ব প্রাপ্ত হউক ॥ ৯৪ ॥

ত্বদ্দত্তদৃষ্টিরপি যৎ সমকল্পয়ং তৎ-
সিদ্ধৌ তবৈব করুণা প্রভুতামুপৈতু ॥ ৯৪ ॥
রাধাঙ্গশশ্বদুপগূহনত স্তদাপ্ত-
ধর্ম্মদ্বয়েন তনুচিত্তধৃতেন দেব !
গৌরোদয়ানিধিরভূররি নন্দসূনো !
তন্মে মনোরথলতাং সফলীকুরু ত্বং ॥ ৯৫ ॥

মে মনোরথ সিদ্ধিং করোতু। তব কৃপৈব লভ্যেয়ং মনোরথসিদ্ধি রিতি ভাবঃ অনেন শ্রীরূপগোস্বামিনোঽবতার ত্বেনাস্ত প্রথাপ্যায়াতি ॥ ৯৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকৃপৈকলভ্যং ইদং সর্ব্বম্ ইতি তমেব শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপকং সহেতুকং নিরূপয়ন্ প্রার্থয়তে। হে নন্দসূনো ! হে দেব ! রাধাঙ্গস্য শশ্বদালিঙ্গনাৎ প্রাপ্তেন তনুধর্ম্মেণ গৌরেণ গৌরত্বমভূঃ, চিত্তধর্ম্মেণ দয়ানিধিরূপী ত্বম্ অভূতৎস্মাৎ মম তমনোরথ-লতাং ত্বং সফলীকুরু । ৯৫ ॥

হে দেব ! হে নন্দননন্দন, নিরন্তর শ্রীরাধার অঙ্গ আলিঙ্গন বশতঃ তাহাতে প্রাপ্ত ধর্ম্মদ্বয় তনু ও চিত্তধারণে অর্থাৎ তনুধর্ম্ম গৌরবর্ণ ধারণে গৌর, এবং চিত্তের ধর্ম্ম দয়াধারণে দয়ানিধি অর্থাৎ গৌর দয়ানিধি হইয়াছ। অতএব আমার মনোরথলতা তুমি সফল কর ॥ ৯৫ ॥

শ্রীরাধিকাগিরিভৃতৌ ললিতাপ্রসাদ-
লভ্যাবিতি ব্রজবনে মহতীং প্রসিদ্ধিম্।
শ্রুত্বা শ্রয়াণি ললিতে! তব পাদপদ্মং
কারুণ্যরঞ্জিতদৃশং ময়ি !! হা !! নিধেহি ॥ ৯৬ ॥
ত্বং নাম-রূপ-গুণশীলবয়োভিরৈক্যা
রাধেব ভাসি সুদৃশাং সদসি প্রসিদ্ধা।
আগঃশতান্যগণয়ন্তু বরীকুরুষ্ব
তস্মাদ্ বরাঙ্গি। নিরুপাধিকৃপে। বিশাখে! ॥ ৯৭ ॥

কারুণ্যযুক্তাং দৃশং ময়ি নিধেহি হা ইতি দৈন্যে ॥ ৯৬ ॥

হে বিশাখে! ত্বং নামরূপাদিভিঃ শ্রীরাধায়া সহ ঐক্যাৎ একীভাবাৎ সুদৃশাং সদসি সভায়াং প্রসিদ্ধা রাধা ইবভাসি যদি সুন্দরী সভাসুতব প্রস্তাবা জায়তে তদাভিরুচ্যতে অন্যাঃ কা কথা সাক্ষাৎ রাধেরেয়ং। এক পর্য্যায় প্রাপ্তত্বাৎ রাধা বিশাখ যোর্নাম্নাঐক্যং। গুণরূপাদীনাম্ ঐক্যন্তুতাসা মনুভাবেন সিদ্ধিঃ তত্তস্মাৎ অগোঽপরাধ তস্য শতান অগণয়ন্তী সতী মাং স্বীকুরুষ্ব ॥ ৯৭ ॥

ললিতার অনুকম্পাতে শ্রীরাধা গিরিধারীকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, বৃন্দাবনে ইহা প্রসিদ্ধ বটে, এতৎ শ্রবণে হে ললিতে! তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলাম—আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর ॥ ৯৬ ॥

সুবেত্রাগণের সভায় তুমি রূপ, গুণ, নাম এবং স্বভাবে রাধিকার সদৃশী, অতএব হে অহৈতুক, কৃপাময়ি! বিশাখে, শত অপরাধ গ্রহণ না করিয়া আমাকে অঙ্গীকার কর ॥ ৯৭ ॥

হে প্রেমসম্পদতুলা ব্রজনব্যযূনোঃ-
প্রাণাধিকাঃ ! প্রিয়সখাঃ ! প্রিয়নর্ম্ম সখাঃ
যুষ্মাকমেব চরণাব্জরজোভিষেকং
সাক্ষাদবাপ্য সফলোঽস্তু মমৈব মূর্দ্ধা ॥ ৯৮ ॥
বৃন্দাবনীব মুকুট ! ব্রজলোকসেব্য !
গোবর্দ্ধনাচলগুরো ! হরিদাসবর্য্য !
তৎসন্নিধিস্থিতিযুষো মম হৃচ্ছিলাস্ব-
প্যেতা মনোরথলতাঃ সহসোদ্ভবন্তু ॥ ৯৯ ॥

হে প্রিয়সখাঃ হে প্রিয়াসখাঃ। কীদৃশাঃ যূয়ং প্রেমসম্পত্তিরতুলাঃ। ব্রজনবযোতাদিপ্রাণাধিকাশ্চ যুষ্মাকং সহায়েন তয়োঃ প্রাণাঃ সুখাব্ধৌ মজ্জন্তি তদভাবে দুঃখাব্ধৌ মজ্জন্তি ইত্যতঃ প্রাণাধিকাঃ যুষ্মাকং চরণধূলিম্ অবাপ্যৈব মে মূর্দ্ধা সফলোঽস্তু ॥ ৯৮ ॥

হে বৃন্দাবনীয়মুকুট ! হে ব্রজলোকসেব্য ! হে অচলগুরো ! তৎ তব সন্নিধৌ শ্রীরাধাকুণ্ডে স্থিতস্য মম সুহৃদঃরূপশিলাউক্তপ্রকারা এতা মনোরথরূপলতাঃ সহসোদ্ভবন্তু। শিলাসু লতোদগমে তব সন্নিধৌ স্থিতিরেব কারণম্ ॥ ৯৯ ॥

হে অতুলপ্রেমসম্পত্ত্যাধিকারী ব্রজ-নব-যুবন্দের প্রাণাধিক প্রিয়সখাগণ ! এবং প্রিয়নর্ম্মসখীগণ ! তোমাদের পাদপদ্মরজোভিষেক সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া আমার মস্তক সফল হউক ॥ ৯৮ ।

হে বৃন্দাবনমুকুটস্বরূপ ! হে ব্রজজনসেব্য ! হে গোবর্দ্ধন ! হে পর্ব্বতগুরো ! হে হরিদাসবর্য্য ! তোমার নিকটে বাস করায় আমার এই শিলাসদৃশ চিত্তে এই মনোরথ লতা সহসা উদ্ভূত হইতেছে ॥ ৯৯ ॥

(৬১)

শ্রীরাধয়া সম ! ত্বদীয় সরোবর ! ত্ব
তীরে বসানি সময়েচ ভজানি সংস্থাং।
ত্বন্নীরপান জনিতা মমতর্ষবল্ল্যঃ
পাল্যাস্ত্বয়াকুসুমিতা ফলিতাশ্চ কার্য্যা ॥ ১০০ ॥
বৃন্দাবনীয়সুর পানপয়োগপীঠ
স্বস্মিন্ বলাদিহনি বাসয়সি স্বয়ং যৎ।
তন্মেত্বদীয় তলতস্থুষ এব সর্ব্ব-
সঙ্কল্প সিদ্ধিমপি সাধু কুরুষ্ব শীঘ্রং ॥১০১॥

ত্বদীয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ! হে রাধয়া ! সমক্ষতীরে বসানি সময়ে সংস্থাং মৃত্যুং ভজানি ভিস্তব নীরপান জনিতা মে তর্ষবল্ল্য স্তত্তস্ত্বয়াপাল্যা ইত্যাদি ॥ ১০০ ॥

হে সুরপাদপ যোগপীঠ ! স্বস্মিন্ কল্পদ্রুমতলে যোগপীঠোপরি যদ্মস্মাৎ স্বয়ং বলাৎ মাং নিবাসয়সি তত্তস্মা ত্বদীয় তলে স্থিতস্য মে সর্ব্ব সংকল্প সিদ্ধিং সাধু যথাস্যাত্তথা শীঘ্রং কুরুষ্ব। সন্ন্যাসীরূপধারী মহাপ্রভো রাজ্ঞয়া তস্য মাথুরশিষ্যো যোগপীঠোপা মূল্যং দত্ত্বা কুঞ্জং

হে শ্রীরাধিকাতুল্য ! তদীয় সরোবর (শ্রীরাধাকুণ্ড) আমি তোমার তীরে বাস করিতেছি ও সময় হইলে, গ্রাম ত্যাগ করিব, তোমার জল পান জনিত আমার আশালতা তোমা কর্ত্তৃকই পালনীয়া, পুষ্পিতা এবং সফলী হউক ॥ ১০০ ॥

হে বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ সম্বন্ধীয় যোগপীঠ ! তুমি এই নিজায়ত্ত

বৃন্দাবন স্থিরচরান্ পরিপালয়ন্তি !
বৃন্দে ! তয়োরসিকয়োরতি সৌভগেন।
আঢ্যাসিতৎ কুরুকৃপাং গণনা যথৈব
শ্রীরাধিকা পরিজনেষু মমাপি সিদ্ধেৎ ॥ ১০২ ॥

তস্মৈ বলাৎকারেন দত্তং তস্মাদ্বলাদিতি পদং দত্তং দৈন্যেনবা। ১০১ ॥

হে বৃন্দে। হে বৃন্দাবনেত্যাদি ! তয়োরতি সৌভগ্যেনাঢ্যাসিত্তস্মাৎ সৌভগ্যাস্মদ্বাতন্ত্রয়া ময়ি কৃপাং কুরু যথা শ্রীরাধিকা পরিজনেষু মমাপি গণনাসিদ্ধেৎ ॥ ১০২ ॥

স্থানে বলে আমাকে বাস করাইতেছ, অতএব তোমার তৎস্থিত আমার সঙ্কল্প শীঘ্র সুসিদ্ধ কর ॥ ১০১ ॥ *

---

* এখানে টীকায় লিখিত আছে—"শ্রীযুক্ত চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের একজন ধনবান্ মাথুর বিপ্র (চৌবে) শিষ্য ছিলেন। তিনি সন্ন্যাসরূপী শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে যোগপীঠে এক কুঞ্জ নিজ ধন ব্যয়ে প্রস্তুত করাইয়া প্রদান করেন। তথায় শেষ জীবন চক্রবর্ত্তি মহাশয় প্রায় অতিবাহিত করিতেন। এক্ষণে ঐ স্থান শ্রীবৃন্দাবন পাথরপুরায় যেখানে চক্রবর্ত্তি মহাশয় ও শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সমাধি ভবন আছে, তাহার নিকটে ভগ্নাবস্থায় আছে]।

হে বৃন্দাবনীয় স্থাবর জঙ্গমাদির মাননীয়ে ! হে শ্রীবৃন্দে ! তুমি রসিকযুগ্মের অতি সৌভাগ্যে আঢ্য। অতএব যেরূপে শ্রীরাধার পরিজনে আমারও গণনা সিদ্ধি হয়, সেইরূপ কৃপা কর ॥ ১০২ ॥

(৬৩)

বৃন্দাবনাবনিপতে! জয় সোম! সোম-
মৌলে! সনন্দন সনাতন নারদেড্য।
গোপীশ্বর! ব্রজবিলাসি যোগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রেম প্রয়চ্ছ নিরুপাধি নমোনমস্তে ॥ ১০৩ ॥

হে গোপীশ্বর! ব্রজবিলাসিযুগয়ো রঙ্ঘ্রিপদ্মে নিরুপাধি প্রেম প্রযচ্ছ হে বৃন্দাবনাবনিপতে! হে সোম। উমা পার্ব্বতি তয়া সহ বর্ত্তমান। হে সোম মৌলে শোম চন্দ্রমৌলে মস্তকে যস্য হে সনন্দনাদিভি রীড্য স্তত্যত্বং জয় ॥ ১০৩ ॥

রে মম হৃত্তৃয়ো যূয়ং বৃন্দাবনং ভজত। তত্র বৃন্দাবনে চেন্মদি তং প্রসিদ্ধং রাধাকৃষ্ণ বিলাস বারিধেঃ রাসাস্বাদং নবিন্দথ পুনঃ তত্র রসাস্বাদে স্পৃহামপি ত্যক্তুং নসরুধ তদা বিশ্রদ্ধাং বিশিষ্ট শ্রদ্ধা যুতাঃ শ্রদ্ধারহিতাবা হৃত্তৃয়ো ইমং সংকল্পদ্রুমং এব সততং শ্রয়ত।

হে বৃন্দাবন ভূপতে! হে সোম! হে সোমমৌলে। হে সনন্দন সনাতন নারদ পূজ্য! হে গোপীশ্বর! তুমি জয়যুক্ত হও; ব্রজবিলাসিযুগলে পাদপদ্মে নিরুপাধি প্রেম প্রদান কর, তোমাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১০৩ ॥

রে আমার চিত্তবৃত্তি সমূহ, তোমরা একান্তে শ্রীবৃন্দাবনকে ভজন কর। বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাস সমুদ্রের রসাস্বাদ যদি না পাইয়া থাক, অথচ যদি তাহার লোভ ত্যাগ করিতে না পার, তবে

হিত্বান্যাঃ কিলবাসনা ভজতরে বৃন্দাবনং তত্রতং ;
রাধাকৃষ্ণ বিলাস বারিধিরসাস্বাদং নচেৎবিন্দথ।
ত্যক্তুং শক্নুথ ন স্পৃহামপিপুন স্তত্রৈব হৃদ্বৃত্তয়ো।
বিশ্রব্ধাঃ শ্রয়ত মমৈব সততং সংকল্পকল্পদ্রুমং ॥১০৪॥
ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিতং
শ্রীসংকল্পকল্পদ্রুমঃ সম্পূর্ণঃ।

অস্য পাঠাদেব সম্যক্ রসাস্বাদোঽন্যেষাপি ভবিষ্যতীতি ।। ১০৪ ।।
ইতি শ্রীকৃষ্ণদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃতা
সংকল্পদ্রুমস্য টীকা সমাপ্তা

বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া (অথবা শ্রদ্ধারহিত হইয়া যে সে মতে সতত) আমার সংকল্পকল্পদ্রুম আশ্রয় কর ।। ১০৪ ।

সংকল্পকল্পদ্রুম গ্রন্থ সমাপ্ত।

Printed by Radha Press, Gandhi Nagar, Delhi-110031.